

প্রকাশক
শ্রী অনোক চট্টোপাধ্যায়
৯১ নং আপার সার্কুলার রোড
কলিকাতা

তিন টাকা

প্রবাসী প্রেস
৯১ নং আপার সার্কুলার রোড
শ্রী সজনীকান্ত দাস কর্তৃক
মুদ্রিত

অশ্রু-হাসি-অবিচ্ছিন্ন । সে দিনের প্রেম-চিহ্ন,
 পাষাণে অঙ্কিত রেখা ওঠে না'ক দাগ,
 হৃদয় উপাড়ি' ফেলি সব স্মৃতি পায়ে ধৌলি—
 মননের স্রীতির নাহি মুছে রক্তরাগ !

আজো কত কেঁদে' জাপি দীর্ঘরাত্রি তোমা' লাগি,
 কত সে নরক স্বর্ণ পল অমূল্য,
 আজো সে অশ্রান্ত আশা অশ্রুস্রব্দ সেই ভাষা,
 আজো কুক্ক বৃকে কত চাপি করতল !

হবে কি গো ল'বে আর আমর এ উপহার,
 এ প্রেম—বিষাক্ত ফুল, উৎস বেদনার ?
 কোথা পাব জ্যোৎস্নারশি ?— বিকট বিদ্যাহাসি—
 ভঙ্গ-অবশেষ প্রাণ, স্মৃতির অঙ্গার !

মোর গান ভরা খালি তব কুৎসা, তব গালি,
 অনাদর, অবিধান, কলক কুবল !
 এ হুরস্ত তৃষা আশা এ'অসহ ভালবাসা
 বৃকে তব বজ্র-ভার সোনার শৃঙ্খল !

ল'বে না এ উপহার ?— দেবতা বিমুখ যাক
 এ ভগতে স্থান ত্য'র কোথা দাঁড়বার ?
 ধরা তবু পুণাভূমি ব্যাপিয়া রয়েছ ভূমি—
 তোমা'রে এড়ায়ে বল বা'ব কোথা আর ?

তব অয়স্কান-টানে এ কঠিন লৌহ-প্রাণে
 জাগতে সঞ্চারী হর্ষ পুলক-বিস্মল,—
 বুকিতে সময় না'স— পাপ পুণা এক টাই,
 ত্য' মিথ্যা, স্বপ্ন দুখ, অমৃত গরন !

এই পুরাতন কথা পরিচিত ব্যাকুলতা
 যে বুকিবে, কা'রে বল'ব আবার ?—
 বামনার দীপঙাল একত্র জালায়ে তুলি'
 স্মৃতির মন্দিরে দিহু দীপালি আমার !

ক্ষুদ্র এক মধুচক্রে শোভাস্বতিন্মুখ
 সারা বসন্তের ; শাস্তি কাস্তি সমুদ্রের
 ভ'রে আছে মুকুতার ক্ষুদ্র স্বচ্ছ বুক ;
 বিভব মৌলব যত রক্ত-আকরের
 ধ'রে আছে ধরা-গর্ভে হীরা একটুক ;
 মহিমা গরিমা যত দীপ্ত আকাশের
 ল'য়ে ক্ষুদ্র শুকতারা নিরত উন্মুখ ;
 আহরি' সকল-সার সারা নিখিলের—
 শুকতারা চেয়ে দীপ্ত মাধুরী মহান,
 হীরকের চেয়ে শুভ্র মতা সমুজ্জল,
 মুকুতার চেয়ে স্বচ্ছ বিশ্বাস সরল,
 পুষ্পমধু চেয়ে মিষ্ট স্নেহ মধুমান
 সঞ্জিত আমার তরে আছে ধরে ধরে
 ক্ষুদ্র এক বালিকার প্রস্কুট অধরে !

স্বীড়ারক্ত ও কপোল-প্রাচী আলো করি'
যৌবন-ঊষার হাসি—অগোক-দীপিকা ;
স্নেহের পূর্ণিমা দু'টি নয়নে নিখ'রি'
বর্ষে স্বচ্ছ মমতার জ্যোছনা-যুথিকা !
প্রভাতের আলোকের পুলক-লহরী,
প্রদোষের অক্ষুরস্ত দিগন্ত-চন্দ্রিকা,—
নিশিদিন আছে মোর পরাগ আবরি'
শুধু রজতের ধারা, সুবর্ণের শিখা !
দিবামুখে হতমান ডুবেছে সকল
রজনীর অন্ধকার, অলীক স্বপন ;
সারা দিবসের তাপ রৌদ্রের দহন
জ্যোৎস্নাজলে ধুয়ে মুছে হয়েছে শীতল !
ও হাসির ও স্নেহের আলোক-সাগর
চিরদিন কূলে-কূলে ভরেছে অন্তর !

শুনিয়াছি' কবে কোন সৃষ্টির উবার'
 'ধূস্র-সাগরের সীল বন্ধ ভেদ করি',
 'উঠেছিল ফুটি' প্রেম দেবীমূর্তি ধরি'
 পূর্ণ শতমল যেন, আপন লীলায় ;
 মায়া-লাবণ্যের ফুল কিরণ-লহরী
 সাগরের উদ্গির-সাথে সর্ববাহ্নে লুটায়,-
 বিশ্বের বাসনা-সক্ষী বিশ্বের বেলায়
 'উঠেছিল দশদিক্ পুলকেতে ভরি' !
 আজ যতবার চাহি তব আঁখিপানে—
 নিস্তরঙ্গ অনাবিল অমৃত-পাথর—
 তত মনে হয় যেন প্রেমের দেবতা
 মোর ক্ষুর হৃদয়ের আকুল আশ্বাসনে
 নূতন মুরতি ধ'রে ওঠে আর-বার,
 ভেদি' ও অনন্ত-নীল অতল স্বচ্ছতা !

প্রাণ মোর 'জাগে, হেরি' দেহের 'স্বপ্ন' ;
 গরবে গৌরবে আজ ! প্রথমই আসিলে-
 'চুমে সে ললাট মোর,—অলক্ষ্যে অম্লান
 অভিষেক-স্নেহ আনে সুধার নিৰ্ব্বরে
 প্রেমের আপন টীকা ! পরে এ অধরে
 অস্তুরঙ্গ পরশের অসীম কল্যাণ
 'ঝরিল নীরবে আসি',—আকুলিয়া ধরে
 দেহপ্রান্তে এ উহারে দু'টি ক্ষুদ্র প্রাণ !
 শিশু আমি তা'র সেই পরশের তলে ;
 পুরুষ, যখন দৌঁছে লগ্ন বুক বুক ;
 অশরীরী আত্মা, যবে অধর-অতলে
 আত্মা তা'র ধরা দেয় পরিচয়-স্থখে !
 | মানুষ করে না ঈর্ষা দেবতারে আর,—
 | ওগো নারি, দেছ তা'রে এ কি অধিকার

স্বপ্নে ভরি'ছে প্রাণ,—আজ ভাবি মনে
 এ জগতে ছিলে তুমি, যবে আমি একা
 বসেছিলাম হেথা মোর বিজন ভুবনে !
 পড়ে নাই চোখে কভু তব পদ-রেখা ;
 পশে নাই, নীরবতা ভেদি', প্রাণে মনে
 "তব চরণের ধ্বনি ; তুমি দেবে দেখা
 ভাবি নাই কোনো দিন,—ঐশ্বর-লিখনে
 ছিল প্রাচীরের গায় অদৃষ্টের লেখা,—
 আমি ব'সে গণি শুধু এক একটি ক'রে
 যত গ্রন্থি আছে মোর মায়াশৃঙ্খলের,—
 কে জানিত ছিন্ন হ'য়ে যা'বে সব প'ড়ে
 একটি আঘাতে তব অদৃশ্য হস্তের !
 অজ্ঞান নাস্তিক মন সংশয়ের তীরে—
 দেবতা রয়েছে শুধু চোখের বাহিরে !

নহে নর, নহে নারী, শুধু মন-গড়া
 সৌম্য স্বপনের দল ছিল মৌর সাথ।
 অস্তরঙ্গ, সুকুমার ; মোর বহুকরা,
 অশ্রু-অঙ্ককারে গড়া মোর দীর্ঘ রীতি
 লভেছিল শুধু বৃহ সঙ্গীত-প্রভাতী,
 শুধু মায়ী-আলোকের স্পর্শ স্নেহভরা !
 জগতের সূর্যালোক ক্রমে খর-ভাতি,
 কলরব-মুখরতা নিয়ে এল ধরা,—
 তখন আসিলে তুমি, আরো সুকুমার,
 আরো সৌম্য, অস্তরঙ্গ ; হৃদয়ে আমার
 সেই আলো, তবু যেন আরো সে ভাস্বর,
 সেই গান আজো, তবু যেন পূর্ণতর !
 স্বপ্নের ডুবনে রয়ে যা' কিছু মহান
 তা'রে খর্ব্ব ক'রে দেয় জীবনের দান !

কবি কহে—ভূমি মোর কল্পনার পরী,
 নয়ন-আলোকে করি স্বপন-রচন ;
 শিল্পী কহে—বাসনার তীরে বসি' গড়ি
 ও প্রতিমা, ভেঙে-ভেঙে হৃদয় আপন ;
 জ্ঞানী কহে—পুরুষ তো আছে পদে পড়ি',
 প্রকৃতির খেলা হেরি সারা ত্রিভুবন ;
 কস্মী কহে—তোমা লাগি', হে মোর স্তন্দরি,
 করি লক্ষ্যভেদ, ভাঙি হর-শরাসন ;
 পৌমিক কহিছে—আজো বাঁশরীর স্বরে
 ত্ত-যমুনার তটে ওই নাম বাজে ;
 ভক্ত কহে—সৃষ্টি-নাভি-পদ্মের উপরে
 ও রূপের রস-মুক্তি নিয়ত বিরাজে ;
 গৃহী আমি, ওগো নারি, চিরদিনতরে
 আস্থানি তোমারে শুধু মোর গৃহমাঝে !

সেই তো নহে বিশ্বরক্ষ, কল্পনা সিংহাড়ি'
 মুগ্ধ কবি-বিধাতার সৃষ্টি স্তম্ভধুর,—
 পদ-নখে শত সূর্য্য পড়ে না আছাড়ি',
 হয় না পরশ-লোভে অশোক বিধুর !
 হাতে বেলোয়ারী চুড়ি, সীঁথিতে সীঁদুর,
 একরাশি এলোচুল, আটপোরে শাড়ী,
 অযত্ন-সম্ভৃত শোভা গৃহস্থ-বধুর
 সব কল্পলোক-কান্তি লইয়াছে কাড়ি' !
 ফুলধনু নাহি ভায় ক্রকুটির তলে,—
 মৌনমুগ্ধ স্নেহ আছে ভরি' ছ'নয়ন ;
 মুকুতা ঝরে না, জ্যোৎস্না পড়ে না উথলে'
 হাসিটি মধুর তবু, মধুর রোদন !
 অয়ি গৃহ-মহাশ্বেতা, গৃহ-শকুন্তলে,
 মোর ক্ষুদ্র গৃহ আজ কাবোর ভুবন !

কবি কহে—ওই দু'টি র্যাতুল চরণ
 ধরনী মাতিয়া ওঠে পরশে শিহরি' ;
 যত বাসনার কীট নিত্য মরি' মরি'
 চিত্রিতে ঞোগায় তা'র রাগের রঞ্জন !
 ভক্ত কহে—জাগে ওঠে প্রাণ-বৃন্দাবন
 ওই দু'টি রাগ-রক্ত চরণে গুমরি' ;
 মহেশ পাগল তাই চিরদিন ধরি' .
 ওই পদ বন্ধে তা'র করেছে ধারণ !
 গৃহী কহে—এ আমার গৃহের চহরে
 ওঁ চরণ-অলঙ্কার কিরণ অম্লান ;
 চিরদিন হেথা শুধু নূপুর গুঞ্জরে
 স্নন্দরের আলাপন, মঙ্গলের ন্তান !
 ভক্তের ভরসা ও যে রক্ত-কোকনদ,
 কবির স্বপ্নের ধন, গৃহীর সম্পদ !

. দূর হ'তে ধীরে ধীরে, তব দীপখান
 সর্ব্বাঙ্গে জড়িয়ে দেয় আলোক-বন্ধন,
 কোন্ আকর্ষণে যেন ল'য়ে যায় টানি'
 তব বাতায়ন-প্রান্তে অবশ চরণ !
 ওই ক্ষুদ্র-স্বপনের পিছে নাহি জানি
 আছে কোন অন্তহীন সত্যের ভুবন,—
 পূর্ব্বরাগ-গুঞ্জরিত এ যে আধ-বাণী
 পিছে আছে বুঝি প্রেমসঙ্গীত-প্লাবন !
 অন্ধকারে ক্ষুদ্র দীপ জ্বলে অবিরল,—
 কোথা তুমি !—ছায়া ভাসে দেয়ালের গায় !
 শুধু তব প্রদীপের শীতল অনল
 দূর হ'তে ভরে প্রাণ স্নিগ্ধ বেদনায় !
 তোমার আভাস শুধু ছুটে আসে আগে—
 পরশের দীপ্তিটুকু সর্ব্ব অঙ্গে জাগে !

প্রথম সে কবে দেখা তোমাতে আমাতে
 হয়েছিল মনে নাই, সে প্রথম দিন,
 সে প্রহর, সে মুহূর্ত ! সে দিন প্রভাতে
 উষা উঠেছিল ফুটি' কি রঙে রঙীন
 দেখি নাই ; মনে নাই কখন অজ্ঞাতে
 সন্ধ্যা গিয়াছিল মুছি', অভিজ্ঞান-হীন
 অলক্ষিত দিনটিরে ল'য়ে তা'র সাথে
 সকল দিনের মত ! অন্ধ, উদাসীন,—
 দেখিনি সে বসন্তের প্রথম মুকুল ;
 কবে এসে চ'লে গেল জানিনা প্রথম
 সেই সে 'তুমার-স্রুতি চিহ্ন নাহি রাখি' !
 আজ প্রোঢ় সূর্যাতপ স্বচ্ছ নিরাকুল,
 প্রস্ফুট ফুলের পূর্ণশোভা নিরুপম,—
 সে প্রাক্তন স্মৃতিটুকু গিয়েছে যে ঢাকি' !

অশোক, চম্পক, গদা, অশ্রুসী, টঙ্গুর-
 সারা অঙ্গে বসন্তের ফুলময় হাসি ;
 তাই তোর তনুখানি এত ভালবাসি,—
 তনু নহে, অতনুর মুরতি সুন্দর ;
 বিলীন ধরার প্রেম বুকের ভিতর,
 ফুল হ'য়ে ফুটে ওঠে বসন্তে উদ্ভাসি,—
 তোর দেহ-লতা নব-পুলকে উদ্ভাসি'
 হৃদয়ের প্রেম যেন ফোটে খরে খর !
 ছোটে চারিদিকে তা'র সৌন্দর্য্য সৌরভ,
 অন্তরে সঞ্চিত-মধু ওঠে বিলসিয়া,—
 স্নিগ্ধ পুষ্প-জনমের বিভব গৌরব
 পূর্ণ দেহখানি তোর রাখে উলসিয়া !
 ওগো আজ ফুলশয্যা পাতি' তোর হিয়া
 আমার এ হিয়া তরে রয়েছে জাগিয়া !

প্রেমি, মোর ঘোঁসা আর বুঝিল না কেহ,
 এ অলঙ্কার কোহিনূর ললাট উদ্ভাসি'
 তুমি তো দিয়েছ মোরে ; এ জীবন-গেহ
 ভ'রে দেছ' কাঁপি হ'তে ল'য়ে রত্নরাশি !
 ভাষা তব দিল ভাষা, স্নেহ তব' স্নেহ,
 তব অশ্রুহাসি দিল এনে অশ্রুহাসি,
 প্রাণে ফিরে এল প্রাণ, দেহে এল দেহ,—
 ভিখারী বসিল গর্বেব সিংহাসনে আসি' !
 আমি নীচ, তুমি উচ্চ ; তবু টাকে সব
 দীনতা প্রেমের গর্বে; প্রেমেছ গৌরব !
 দুর্বদার, শুকতণ, কিবা আসে যায়—
 আশুগ সমান জলে ; তাই অীজ দীন
 তোমার সম্মুখে আসি' হাসিয়া দাঁড়ায়,
 মুখে তা'র সে আলোক-আভাস নবীন !

'গোলাপ-কপোল তাঁর অশোক-অধর;
 আমি ক্ষুদ্র প্রজাপতি চেয়ে মুগ্ধ-আঁধি,
 একরাশি ত্রীড়াহাসি সারাদেহে মাখি
 সারাপ্রাণে কুসুমের সুষমা সুন্দর ?
 দৃষ্টি সন্ধ্যাতারা, হাসি প্রভাত-ভাস্কর,—
 আমি সরসীর জল উর্দ্ধে চেয়ে থাকি,
 দীপ্ত অনুরাগ-রাগ দেয় মোরে ঢাকি',
 ভরে রজতের কাস্তি সকল অন্তর !
 সব রাগ, সব কাস্তি করেছি চয়ন
 সকল সুষমা হালি,—বসন্তের দিন !
 বর্ষায় লুকা'বে তারা, নিভিবে তপন,
 শুকা'বে গোলাপ, হ'বে অশোক মলিন,—
 তখন এ দীপ্ত প্রীতি ভ'রে দেবে প্রাণ,
 কুসুমিত স্মৃতি র'বে ব্যাপি' মর্শ্বস্থান !

নিশিদিন ভাবি তোমা';—এ চিন্তা আমার
 জড়িয়ে জড়িয়ে শুধু লতার মতন
 তোমারে ঢাকিয়া রহে, করিয়া বিস্তার
 পল্লবিত কত ভাব, পুষ্পিত স্বপন !
 ওগো প্রেমময়ি, স্নিগ্ধ স্মৃতিটি তোমার
 ঢেকে রয়, পূর্ণিমার মত, চিরন্তন
 শুভ্র হাসি দিয়ে মোর হৃদয়-পাথর,
 সব তা'র চপলতা, সকল স্পন্দন !
 পাই না তোমারে,—ঢাকে চিন্তার আড়াল
 কুহুমিয়া পল্লবিয়া-তোমার গরিমা ;
 স্মৃতি-পূর্ণিমার এই পূর্ণ ইস্রজাল
 ঢাকে হৃদয়ের ক্লক আবেগ-নীলিমা !
 থাক তব চিন্তা, স্মৃতি,—তুমি প্রিয়তর,—
 তোমার সান্নিধ্যটুকু ভরুক অন্তর !

ক্রীড়াদিন দেহ তোর রাখিয়াছে ঠিকি'
অতল রূপের মাঝে বিজন হৃদয় ;
দরশের পরশের অন্তরালে থাকি'
প্রেম তোর কতটুকু দেয় পরিচয় !
এক টানে দু'টি স্রোত এ উহারে ডাকি'
পাবাণের বাঁধে ঠেকি' থমকিয়া রয় ;
তাই মোর অশরণ হৃদয় একাকী
যাহা পায় কুড়াইয়া তাই আজ লয়—
বাহিরের দৃষ্টিটুকু, বাহিরের হাসি,
অজানা-হৃদয় হ'তে যাহা ওঠে ভাসি',
পরশ যেটুকু আনে অন্তরের কথা,
তম্বুর উল্লাসে ফোটে যে মর্ম্ম-বারতা !
মিলনের ছদ্মবেশে বিরহের ছল
কাদায় নিয়ত দু'টি হৃদয় বিকল !

ভালবাসি মান য়নে ?—তবু একবার
 সেই কথা বল মুখে ! পাষাণের কারা
 ভেঙে-টুটে বহে যাক্ হিমাতীর ধারা
 স্তম্ভস্থত আছে যত হৃদয়ে তোমার !
 এনেছে বাসন্তী বার্তী মলয় আবার,
 শাখে শাখে দোয়েলের কোকিলের সাড়া,
 গীতধারা ওঠে পড়ে—শব্দের ফোয়ারা—
 তুমি র'বে মৌনমুক রুধি' হৃদি-দ্বার !
 বাণী তোর চিরস্বক হৃদয়-আকাশ
 ভেদিয়া উঠুক ফুটি' তারকার মত !
 আনন্দের সুধারস আছে প্রাণে যত.
 স্ফুল'ভ বেদনার নিগূঢ় অভাস—
 প্রেমের উৎসেকে আজ সঞ্চারি' নিয়ত
 স্ফটিকের মত তা'রা লভুক বিকাশ !

এ কি সর্বব্রাসী প্রেম নিশিদিন ধরে
 জেগে রয় যেন ক্ষুক বুভুক্কু মরণ—
 কেড়ে' লয়, শুষে' লয় পান-পাত্র ভরে
 এ পরাণ, পরাণের আশা চিরন্তন !
 পরাণের সাথে লয় দেহখানি হ'রে ;
 দেহ হ'তে লয় লজ্জা, লজ্জার বসন ;
 লয় তৃষ্ণা, তৃষ্ণিটুকু লয় চুরি ক'রে ;
 লয় স্বপনের প্রীতি, প্রীতির স্বপন !
 করেছে লুণ্ঠন মোর বিপুল সুন্দর
 নিখিল-জীবন আর মরণ-নির্ভর !
 নাহি রবি শশী তারা, নাহি দণ্ড পল—
 অন্তহীন অন্ধকার নিবিড় নিশ্চল !
 এ শূন্য নিৰ্জ্জনে ল'য়ে দু'টি রিক্ত প্রাণ
 প্রেম আজ রচে এ কি মিলন-শ্মশান !

মোর তরে, হে অপর্ণা, হে তাপসী প্রিয়া,
 বন্ধলে শোভিলে অঙ্গ ত্যজি' আভরণ ;
 মোর সাথে মহারাসে রহিলে মগন
 অশ্রু ও কলক' শুধু জীবনে মাগিয়া ;
 সহিলে ঋষির শাপ আমারি লাগিয়া ;
 কণ্ঠে দিলে লতা-ফাঁসী বরিয়া মরণ ;
 আনিলে সৈরিণী-দেহে সাবিত্রীর মন ;
 অচ্ছোদের তীরে ধ্যানে রহিলে জাগিয়া ;
 স্বয়ংবরে কতবার কণ্ঠে মালা দিলে ;
 রণক্ষেত্রে রথ-রশ্মি হাতে তুলে' নিলে ;
 কৃতবার অপমান সহি' সভাতলে
 মোর পাপ মুছে দিলে নয়নের জলে ;
 'আমার চিতায় পুড়ি' জন্ম-জন্মান্তরে
 হে প্রাক্তনী, সাথে সাথে আছ চিরতরে !

- তোমারে গড়েছি আমি তিল তিল করি'
 ওগো তিলোত্তমা, মোর মানস-স্বজন ;
 ছুটেছি তোমার দেহ স্বেদে মোর ধরি' .
 শূল-পাণি, বিষ-কণ্ঠ, অনল-নয়ন ;
 তোমার বিরহে কত, হে মোর সুন্দরি,
 ডাকি মেঘে মেঘে, ফিরি খুঁজি' পদ্মবন ;
 কোটাল শ্মশানে লয় তব স্তব গড়ি ;
 'হে সাবিত্রী, তোমা' লাগি' বরেছি মরণ ;
 সর্পে ধরি লতা ভাবি' তোমারি কারণে
 শবদেহ আলিঙ্গিয়া আঁধারে সাতারি' ;
 তোমারে পাঠায়ে বনে, শূন্য সিংহাসনে
 'কৈদেছি সোনার মূর্তি নেহারি' নেহারি'
 অন্নপূর্ণা, শুধু মুষ্টি-ভিক্ষা-আকিঞ্চনে
 হয়েছি তোমার তরে শাস্ত ভিখারী !

এইরূপ কত কাল যুগে যুগান্তরে
 মনব করেছে খেলা । মহাসুখ মানি'
 বাঁধিয়াছে বাহুপাশে প্রিয়তমুখানি
 হাসিয়াছে, হাসায়েছে ; বেদনার ভরে
 তেমনি পড়েছে ভেঙে, বিজন অন্তরে
 কাঁদিয়াছে, কাঁদায়েছে কত নাহি জানি .
 আমাদের মত তাঁরা ! প্রেমিকের বাণী
 চিরদিন নিখিলের বুকের ভিতরে
 বাঁধা বুঝি এক সুরে ; তাই আমাদের
 ক্ষুদ্র এই সুখে দুখে এ হাসি-ক্রন্দনে
 জাগে যেন নিশিদিন লক্ষ প্রেমিকের
 সে অনাদি অনুভব ভাবের বন্ধনে !
 আজ শুধু জাগে মনে আমি আর তুমি
 কল্প-কল্প আছি ব্যাপি' মিলনের ভূমি !

রাত্রি-অবসানে জাগঃ হেরিনু অশ্বরে
 কলামাত্রশেষ শশী পাণ্ডুর উষার—
 তখনো অসীমে বুদ্ধি হাসিটি প্রিয়ার
 নিশীথের আনন্দের শেষ-ছায়া ধরে !
 বিশ্বের নয়ন যেন, ভেদিয়া আঁধার
 ক্রমে রক্ত রবি ওঠে মেঘের উপরে ;
 ছিঁড়ি' কুয়াসার জাল, অদূর নগরে
 শুভ্র সৌধ-শ্রেণী-শোভা ভাসিল আবার ।
 যুচে গেল স্মৃতি-স্বপ্ন ছায়ার মতন,
 পূর্ব-পরিচিত ধরা'ভাতিল নয়নে,—
 যতদিন মিশিনি ও নিখিলের সনে,
 লভিনি ও জীবনের প্রাণের স্পন্দন ।
 একি ভালো ?—তাই আজ ভাবি মনে-মনে—
 প্রেমের মিলন এই একান্তে ছ'জমে ?

স্ত্রে-দিনের মৃত-কেন নাহি প্রাণে-পাণে
 যৌবনের সে নিবিড় পুলক-স্পন্দন—
 আত্মহার্য' চেয়ে' চেয়ে' তা'র মুখপানে
 অর্থহীন সে আবেগ, ব্যথা অকারণ ?
 ছিঁড়ে গেছে মোহ-জাল ?—স্বপ্ন-অবসানে
 জাগরণ ব'সে এ কি জড়ের মন্তন ?
 প্রেমের আশ্বান তাই নাহি আর আনে
 অধরের হাসিটুকু, চোখের স্বপন ?
 অথবা প্রেমের সুরা উচ্ছল সরস
 রেখেছে বিভোর প্রাণ মাতোয়ারা করি' ?
 পুলক-আবেশে তাই অধর' অবশ
 সে স্নিগ্ধ পরশে আর ওঠে না' শিহরি' ?
 সুখতন্দ্রাহত আজ নয়ন অলস
 অপাঙ্গের খেলা তাই গিয়েছে পাশরি' ?

সৃষ্টি উমার স্নিগ্ধ কনক-নিম্ব,—
 স্বরগের রুদ্ধ দ্বার তেঁ- যেন-গুমি
 সংশয়ের দীর্ঘ রাত্রি হ'ল নুর্কি শেষ,—
 চিত্রিল গগন ধীরে আলোকের তুলি !
 তবুও তো দিনশেষে আসে ম্লান-বেশ
 কুয়াসায় 'অবগাহি' জীবন-গোধূলি ;
 বিস্মৃতি ডুবায় প্রেম-প্রভাতীর রেশ,—
 তুমিও কি, প্রেমময়ি, যা'বে মোরে ভুলি' ?
 এখনো ও শুকতারা গগনের বুকে
 আপনার গরিমায় ফোটে সমুজ্জ্বল,—
 রৌদ্র-তাপে সারাদিন দহনের ছুখে
 এমনি কি রহিবে সে ফুটি' অবিরল ?
 আবার তমিস্রাপারে সায়াহ্নের মুখে
 দেখা দেবে ল'য়ে তা'র দীপ্তি অচঞ্চল ?

দুর্লভ্য পাষণ-ভিত্তি তুলি' চারিধারে
 তা'র মাঝে আছ তুষ্টি-চির-আত্মলীন,
 কোন্ মস্ত্রে নিদ্রা-দগ্ধ পুরীর আধারে
 কে তোরে পাড়ালে ঘুম জাগরণ-হীন,
 ওগো স্তম্ভ রাজকন্যা ? কবে কোন্ দিন
 কুহকী সে রাজপুত্র তোমার দুয়ারে
 আসি' কোন্ দেশ হ'তে অধরে মলিন
 চুম্বনে জাগা'বে হর্ম ? শব্দের ফুৎকারে
 কেঁপে কেঁপে প'ড়ে যা'বে পাষণ-প্রাচীর !
 নবীন লতিকা, স্নিগ্ধ পঁরশে অধীর,
 বসন্তের আবাহনে উঠিবে শিহরি',
 কাঁপিবে সলিলে ইন্দু, চটুল নয়নে
 কাঁপিবে নয়ন-তারা ; নিদ্রিতা নগরী
 স্পন্দিয়া উঠিবে হর্ষে নব জাগরণে !

কথায় ফোটে না জানি মর্মের রারত
 বল তবু একবার বল একবার
 তুমি ভালবাস মোরে; ও অমৃত-কথা
 হ'বে না বিস্বাদ যদি বল শতবার !
 সেই এক অবিশ্রাম কোকিল-ঝঙ্কার—
 আজো তবু ধরণীর বুকে আকুলতা ;
 লক্ষ ফুল ?—বল তাহে বিরাগ কাহার ?
 লক্ষ তারা ?—মিটে তবু আলোর মমতা ?
 চিরদিন আমি ছুটি কথার ভিখারী,
 তাই চেয়ে থাকি তোমু মুখপানে, নারি !
 বুঝিতে পারি না গান, শুনি শুধু সুর ;
 ফুল কোথা ? আসে শুধু সৌরভ মধুর ;
 কোথায় তারকা দূর আকাশের মাঝে,
 দীপ্তিটুকু শুধু তা'র হৃদয়ে বিরাজে !

এ তো নহে ফল্গুনদী অন্তরে-অন্তরে
 বহে না মধুর সুরে,—তাই কর রাগ ?
 এ বাসনা স্বৰ্ণপাখা—দুরন্ত সোহাগ—
 এ অল্পত বৃত্তমাখা মনে নাহি ধরে ?
 চাহ না প্রেমের বর্ষা, মল্লারের রাগ,
 বিজলী-চমক নিত্য আঁধার-অন্ধরে ?
 তপ্ত চাঁপা চারিধার বর্ণে গন্ধে ভরে,—
 প্রেমের নিদাঘে তব নাহি অনুরাগ ?
 শুধু সুখতন্দ্রালীন—সুখ এরে বলে ?—
 কৃতার্থের অবসাদ ? (কোরো না'ক রোষ !)-
 কেমনে জীবন্ত প্রাণ দলি বক্ষতলে
 লয়ে স্পৃহাহীন তৃপ্তি, নিশ্চেষ্ট সন্তোষ ?
 শূনিব আত্মার মাঝে দেহের ধিকার—
 ছায়াপাছে কায়া ল'য়ে নিত্য হাহাকার ?

• র'ব কোথা নত্যাঙ্গর দূরে শ্রণমিয়া,
 পরশ-ভিখারী আমি,—দেবতা বিমুখ !
 তৃষিতের আর্তস্বর, ওঠে ফুকারিয়া,
 জলদ নিখর-নীল,—চাতক উশ্মুখ !
 পার নয় বৃষ্টিতে তুমি কেন ব্যাকুলিয়া
 এ প্রয়াস, এ মত্ততা, এত ধুক-ধুক ?
 চিরস্থির মহাশূন্য রয়েছে ব্যাপিয়া,
 চরণে চঞ্চল ধরা নিতা জাগরুক !
 চা'ব না মুঁখের হাসি, বুকের পরশ,
 আশা-নিরাশার মায়্যা, অশ্রু, জাগরণ ?
 দেহ-দীপে জীবনের দীপক-হরষ—
 ফুৎকারে আনিব তা'র তিমির-মরণ ?
 আপনা' বিলা'তে নদী যায় ছুটে ছুটে—
 তট তা'রে বৃথা বাঁধে দু'টি বাহুপুটে !

ঘাড়াইয়াছে অভিমান তোর স্নেহ-দানে
 অধীর অতৃপ্তি আই তৃপ্তির সীমায়,—
 চাঁদ যত যায় ভেসে হৈসে সিদ্ধুপানে
 তত ওঠে উছলি' সে, শসি' ছুরাশায় !
 যে প্রসন্ন প্রীতিটুকু জাগে নিতি প্রাণে
 সে শুধু ফুটিতে চায় শত বাসনায়,—
 প্রশান্ত নীলিমা টুটি' আকাশ-বিতানৈ
 শত বহ্নি-কণা জ্বলে তারায় তারায় !
 ছুটে আসে দু'টি প্রাণ এক টানে ভাসি'
 ব্যবধান তবু জাগে দুয়ের মাঝার,
 যমুনার জাহুবীর স্রোতে পাশাপাশি,—
 অনন্ত মিলন-মাঝে বিরহ অপার !
 সঙ্কত-রসিক বাঁশী ডাকে বারে বারে
 সম্মুখে যমুনা বহে,—বঁধুয়া ওপারে !

ভালবাসি তোরে, তবু এই কথা দু'টি
 কথায় ফোটে না শুধু ; দু'জনার মুখ
 আলোকিতে তুলে' ধরি সোনার দেউটি—
 হাত থেকে খ'সে পড়ে, কেঁপে ওঠে বুক !
 ভালবাসি কি না বাসি ?—একান্ত উৎসুক
 প্রশ্নভরা অঁাখি তোর রহে নিত্য ফুটি' !
 কৈশী দৌহে কাছাকাছি র'ব মুগ্ধমুগ্ধ—
 মাঝখানে ভাষা, সেই নীরবতা টুটি'
 আনে শুধু ব্যবধান ! আকাশ-পাথর
 ছানিয়া কি ল'বে নীল আভাটুকু তা'র ?
 ভাব নাই, ভাষা নাই,—আমা'-অন্তরাল
 রহি আমি লুকাইয়া, কোথায় নাগাল ?
 উপরে উচ্ছ্বাস শুধু, ব্যথার রিক্ততা,—
 সিন্ধুর অতল-তলে স্তব্ধ নীরবতা !

দাঁ নাই যা'র, তা'র মিত্যা রূপে ধরি' !
 মিত্যা ব'সে গাঁথি মালা বাচাল কথার
 এক একটি ক'রে ছি'ড়ে স্পর্শ-সুকুমার
 ভাবের কুম্ভগুলি অন্তরে আহরি' !
 ওগো আমি চিরদিন কথায় অম্বর
 প্রাণের আসল কথা ; এ যে অনিবার
 ক্ষুণ্ণ করি যাহা পূর্ণ, ভাঙিয়া আঁরার
 জোড়াতাড়া দিয়ে তা'রে কোনো মতে গড়ি !
 নিত্য নাশি যাহা প্রাণে সংজীব চঞ্চল,
 অমর করিয়া ভাষি গড়িব তাহারে ;
 আসলে নকল করি, তুলে আসল
 ওগো প্রেমময়ি, বলা হয় না তোমারে !
 মুখে বলি—'ভালবাসি', নির্বাক পুরাণে
 আরো কত ভালবাসি কেহ নাহি জানে !

যবে তব প্রিয়কণ্ঠে শব্দর নিকণ
 থেমে যায় যেন কোন্ সঙ্গীত সুদূর,
 নীরবতা শুধু মুক-ব্যঞ্জন ঝঁতন
 রহে ঘিরে' চারিধারে, বিস্ময়-আতুর,
 সঙ্কোচে কহে না কথা,—প্রাণে কি তখন
 আসিবে ভাসিয়া তব হৃদয়ের সুর
 সেই মনোলাপ-শ্রোতে ? বাক্যের গহন
 ভুলায় যেরূপে শুধু হৃদয় বিধুর !
 শিখাও আমারে তবে ও মৃদু-মর্ম্মর
 কোমল ভাষাছি তব, স্মারো সে কোমল
 ভাবাহীন নীরবতা; দাও সে অমল
 ফুল, আর গন্ধটুকু ফুলের ভিতর !
 ফুল করে, গন্ধ তবু আকাশে বিলসে ;
 ভাষা থামে, নীরবতা মর্মে গিয়ে পশে !

এ তরুণ-জীবনের প্রভাত-গগনে
 রবে ঘনাইয়া শুধু অকাল-আধার ?
 যৌবনের জয়-মাল্যে এ প্রেম আমার
 গরলের জ্বালা শুধু হ'বে প্রাণে মনে ?
 এ তো নহে হলাহল,—জীবন-দ্রাক্ষার
 উচ্ছল অমৃত-রস, চুম্বনে চুম্বনে
 শিখাইতে চাই তা'রে আগ্রহে ষতনে
 শিহরিয়া চূর্ণ হোক দেহের ভঙ্গার !
 যৌবন-চঞ্চল মোর এই ব্যাকুলতা
 জানে না বাঁধন সে তো জানে না মরণ !
 উষার অরুণসম তরুণ জীবন-
 ঢাকে তা'রে সংসারের অসার বিজ্ঞতা ?
 এখনো প্রভাত এ যে প্রভাতী উচ্ছ্বাস,
 চারিদিকে ঝরে দ্রব-সুবর্ণের হাস !

'এ শোঁ নহে প্রেম" কহে জ্ঞানবৃদ্ধ হাসি'—
 "কল্পনার শুভ ফুল লুপ্তিত ধূলায় !"
 কল্পনায় কোথা প্রেম ?—দেহ যে পিপাসী !
 আত্মবিসর্জনে কোথা ?—আত্মপ্রতিষ্ঠায় ।
 নিবৃত্তি আসিয়া তপ্ত বালুকা ছড়ায়
 যেখানে প্রস্ফুট দেহ রয়েছে উল্লাসি' ;—
 স্নেহের ভরা-প্রীতি রোপি'ছে সেথায় :
 'পূর্ণ জীবনের ফল লাভগো বিকাশি' !
 অনন্ত অঙ্গের তরে কাঁদে নিরন্তর ;
 স্বপ্ন চায় চিরদিন সত্যের পরশ ;
 মর-জন্ম ভেঙে ফোটে মহিমা অমর ;
 দেহের তুষণায় জাগে প্রাণের হরষ !
 ফলের পকতা আনে বীজের পুষ্টতা—
 মুক্তির সোপান রচে মোহের পূর্ণতা !

লিখেছে সে—“প্রেম শুধু ভাবনার ধন,
 শুধু বিসর্জনে তা'র পূর্ণ পরিণতি।”
 চোখে রূপ, দেহে স্পর্শ, প্রাণে মনে রতি,—
 প্রতিমা-প্রতিষ্ঠা এ যে, নহে বিসর্জন !
 “নীরব সরসী-জল ছায়ার স্বপন
 ধরি' বুকে চিরস্থির”—অসীম-শক্তি
 প্রকৃত পদমা ছোটে আকাজকার গতি;
 তরঙ্গিয়া দুঃখ সুখ, ভাঙন গড়ন !
 “নিষ্পৃহ নিবৃতি শুধু এ যে চিরতরে
 মৌন-মহিমার দূর নির্জঙ্ঘ শিখরে !”
 কত দূর ?—বর্ষ বর্ষ উর্দ্ধমুখে টাহি'
 উপরে উঠিনু কত শৃঙ্গ অতিবাহি' ;—
 এখনো যে ফোটে ওই দিক-চক্রবালে
 অঙ্গির উপরে অঙ্গি মেঘ-অস্তুরালে !

. তোমা'রে যে ভালবাসি—কি দোষ তোমার ?
 হে হৃদয়-পতঙ্গের দীপ্ত দীর্ঘাশিখা,
 হে হৃদয়-কুরঙ্গের মায়া-ম'রীচিকা,
 নহ তুমি অপরাধী, বাসনা আমার
 আত্মঘাতী চিরদিন ! ল'য়ে আপনার
 হৃদয়ের ইস্ত্রজাল, মায়ার মালিকা
 গাঁথ তুমি নিজমনে ; অন্তর-দীপিকা
 ছেলে রাখ অচঞ্চল ; তবু অনিবার
 যে অমৃত ভুঞ্জি আমি মৃত্যুর অনলে,
 পেয়েছ আঁস্বাদ ঠা'র তুমি কোনদিন ?
 ক্ষুদ্র দীপ, ব'সে আছ আঁধারের তলে ;
 নিঃসঙ্গ একাকী তুমি আপনা-বিলীন
 তপ্ত বালুকার মাঝে মরুর মহলে ;
 জান না তৃষ্ণার সুখ, হে তৃষ্ণা-বিহীন !

কত যেন দোষী হ'য়ে ল'য়ে কত পাপ ,
 আমি আমি ভরে ভয়ে নিকটে তোমার,—
 তুমি স'রে যাও দূরে,—যেন অভিশাপ .
 আজন্মের আছে লেখা ললাটে আমার !
 তুমি শাস্তি, আমি যেন প্রলয়-প্রলাপ ;
 তুমি চাহ হাসি, আমি আনি হাহাকার ;
 তুমি ল'বে দীপ্তিটুকু, স'বে না'ক হ্রাস ;
 ল'বে সুখটুকু, ঠেলি' গরলের ভার !
 তুমি তো জান না মোর এ ভগ্ন ভবন,
 এ প্রাণের অন্তহীন ঙ্গকাররাশি
 ঘেরি' চারিধারে কত রেখেছে বিকাশি'
 তব হিয়া-হীরকের দীপ্তির স্কুরণ !
 আমারি এ দীনতার চির-অপমান
 তোমার ও ঐশ্বর্যের রেখেছে সম্মান !

'পাছে তুমি ভাব' মোরে নিতান্ত কোমল,
 বাহিরে কঠোর হ'য়ে তাই আমি থাকি,—
 অন্তর-অতলে যত আবেগ উছল
 ঔদাস্য-তুষার দিয়ে নিত্য ঢেকে রাখি !
 পাছে তুমি ভাব মোর কি আছে সম্বল,
 আপন দীনতা তাই সযতনে ঢাকি,—
 ঋণ ক'রে তাই নিত্য এ দানের ছল,
 হাসিটুকু প্রাণপণ ধ'রে থাকে আঁখি !
 তুমি কি বুঝিবে মোর হৃদয়-আকাশে
 ক্ষুদ্র আলো জ্বলে 'জাগে কত অন্ধকার ?
 একটু শীতল উৎস উগারি' উচ্ছ্বাসে
 গিরি চাপে বুকে কত পাবাণের ভার ?
 বাহিরে দেবতা আমি দীপ্ত অনুরাগে—
 প্রাণে মোর শুধু দীন মানুষটি জাগে !

কবে কখন স্নিকোপ্তল মাধবী উষায়
 কল্যাণী লক্ষ্মীর মত, হেঁ সুর-সুন্দরি,
 উঠেছিলে শুভক্ষণে হৃদয়-বেলায়
 প্রশান্ত-প্রসন্ন-মুখে মায়ারূপ ধরি' !
 আভাসের সুখে সিন্ধু পুলকে শিহরি'
 উঠেছিল উছলিয়া কত প্রতীক্ষায় ;
 তারপর যবে তুমি, ক্ষণেক বিহরি',
 চ'লে গেলে কোন্ দূর দুঃখা-সীমায়—
 হৃদয়-সাগর বুকি আবেগের ভরে
 লক্ষ বালু প্রসারিয়া নিমেঘের তরে
 চেয়েছিল ধরিতে তোমায় ; আজো তাঁর
 বক্ষ জুড়ি' বুকি তাই ওঠে অনিবার
 অবিশ্রান্ত আন্দোলন, বিষণ্ণ মর্ম্মর,
 কূলে-কূলে ওতপ্রোত উচ্ছ্বাস কাতর !

এ অধর চিরদিন পিপাসু লোলুপ,
 এ হৃদয় চিরদিন কাঙাল ভিখারী,—
 অতীতের মাঝে, হায়, খুঁজি ছায়া-নারী,
 মুর্চ্ছিয়া লুটায় পড়ি—বেদনার স্তূপ !
 কেন বিধি-তা'রে এত দিয়েছিলে রূপ ?
 নয়তেন অশ্রুর দাগ (তর্পণের বারি !)
 অধরে অমৃত-রাগ (জীবনের ঝারি !)
 হায়, চিরদিন মোর পরাগ-মধুপ
 স্বরণের মকরন্দ-লোভে ত্রিয়মান,—
 কি দোষ যদি বা দিই একটি চুম্বন ?
 পতঙ্গের মত শুধু বিমুক্ত-নয়ন
 ঘুরিব বেড়িয়া কত মরণ-আহ্বান ?
 বহির বলয়ে রহে আলোক-দহন—
 অন্তরে আছে কি তা'র তমিস্রা-নর্কবাণ ?

বৃষ্ণকেনা তুমি, সখি, জ্বালার হরষ,—
 এ আমার দেহ-দীপ, মরণ-অধিক
 বেদনা সর্ব্বাঙ্গে জ্বালি', জ্যোতি অনিমিত্ত
 ল'য়ে জাগে কোন্ সুখে উজ্জ্বল সরস !
 নিরাশার ধূমপুঞ্জ শিহরি' ক্লগিক,
 মাটির আধার হ'তে শুষি' সব রস,
 জ্বলে তা'র অচঞ্চল শিখা অনলস,—
 চরণে লুটায় যত তিমির অলীক !
 দহনে-দহনে কত দীপ্তি জেগে ওঠে
 সার্থক করিয়া তা'র সকল সম্বল ;
 তোমা'তরে তাপটুকু আলোটুকু ছোটে
 তোমার সজল চোখে পরায় কাজল !
 প্রাণের শিখায় তবে জ্বালো আরো জ্বালো
 আমার এ দেহ-দীপে বেদনার আলো !

হে রমণী; কি অগাধ প্রেমের ভাঙা
 বুঝিবে না পুরুষের বিশাল হৃদয় ;
 পুথরের বোঝা দিয়ে 'গড়ি' দেবালয়
 পুরুষ লুকায়ে রাখে দেবতা তাহার !
 ভাঙে না হৃদয়-বাঁধ কঠিন দুর্জয়,
 ভাঙিলে শ্রোতের বেগ কে রোধে দুর্ব্বার ;
 পাশাণে যায় না লেখা, তবু একবার
 যতনে লিখিলে তাঁর নাহি অপচয় !
 পল্লব-পেলব মনে ক্ষণিক বাথায়
 দাগ পড়ে তোমাদেয় চিরদিন তরে,—
 মোদের লোহার প্রাণে দাগ নাহি ধরে,
 ধরিলে সে একেবারে বুঝি ভেঙে যায় !
 পুরুষের হাসি, শুধু নারী কেঁদে' মরে ?—
 পুরুষ কাঁদিলে তাঁর সাস্তুনা কোথায় !

চন্দ্রিতে পারে না সোজা, এ মাতাল মন
 আপন আবেগে ধায় ; বাধা দেয় আসি
 পথে বিঘ্ন কত, তবু গৃহ-অভিলাষী
 কখনো ফিরে না তা'র শিথিল চরণ !
 অন্ধ বলে বলীয়ান, আঁধার তল্লাসি'
 উঠিয়া পড়িয়া চলে ; নহে অচেতন,—
 কুটিল কুপথ, তবু ডরে না মরণ ;
 বৃকের পাঁজর জ্বলে, তবু ওঠে 'হাসি' !
 বাসনার রঙে রাঙা জীবন-মদিরা
 নিঃশেষে করেছে পান,—এই তা'র দোষ ?
 রূপে রসে উতরোল শিরা উপশির,
 আছে প্রাণ, তাই ভোগ,—তাই এ আক্রোশ ?
 যৌবনে রাখিবে বাঁধি' করিয়া সংশয় ?
 আত্মার অর্গতি কোথা ? —মিছে কর ভয় !

ভুলে যা'ব ?—আজ এই বসন্ত-পবন
 ফুটায়েছে যে কুমুম, কাল ঝরি' ঝরি'
 টুটিয়া পড়িবে সে তো পোহালে শর্করী,—
 জানি আমি : তবু আজ হৃদয়ের বন
 ও লাবণ্যে ওই গন্ধে গিয়েছে যে ভরি' !
 ওরে মন, কেন তোর চিন্তা অকারণ ?
 সার্থক হয়েছে তোর বসন্ত-যৌবন,
 ফুটেছে ঞ্জের ফুল তা'রে ধন্য করি'
 হয় তো বা ভুলে যা'ব,—দু'দিনের পরে
 এ গৌরব যা'বে ঝ'রে ধূলার উপরে !
 আজ যাহা সত্য বলি' অসীম গরবে
 ধরি বৃকে, হয় তো সে কাল মিথ্যা হ'বে !
 জানি না কি হ'বে কাল,—আজ ওগো বধু,
 লও মোর গন্ধটুকু, লও মোর মধু !

সমগ্র 'জীবন হ'তে একটি নিমেষ
 তুমি মোটে দাও শুধু ; কত রাত্রি দিন
 অনন্ত কালের শ্রোত বিরাম-বিহীন—
 তা'র মাঝখানে শুধু মুহূর্তের লেশ,
 শুধু একবিন্দু সুখা—মস্থনের শেষ !
 একটু সে পলকের অণুপথ-লীন .
 জীবনের আলোকের রশ্মি সীমাহীন,—
 শিশিরের বিন্দু-কেন্দ্রে সূর্যের আবেশ ।
 যে-পলকে ফুটে' ওঠে সমগ্র জীবন
 একটি ফুলের মত সহজ সুন্দর,—
 মুকুলের প্রয়াসের পূর্ণ সমাপন ;
 একটি স্থরের মাঝে উচ্ছৃ'সি' যেমন
 কেঁপে' ওঠে অন্তহীন ভাবের গুঞ্জর ;
 বিন্দুঅশ্রু-মাঝে যেন অনন্ত বেদন !

“এস এস এ অগাধ হৃদয়ে নাথিয়া
 হে পাষণী তট মোর, হে কৃষ্ণ-কঠিন !”
 গরজি’ নিঃশ্বাসি’ সিদ্ধু কহে নিশিদিন,
 লক্ষ বাহু মেলি’ পড়ে চরণে চূর্ণিয়া !
 “তরঙ্গ-বন্ধনে বাঁধি’ মোরে চিরদিন
 হে অনন্ত, ক্ষুদ্র বুক লহ আকুলিয়া !”
 নিঃসঙ্গ ব্যাকুল তট কহি’ছে, তুলিয়া
 নিশ্চল নয়ন তা’র নিমেষ-বিহীন !
 “ও পাঁরেতে যেথা রবি ওঠে দিগন্তরে”
 কহে সিদ্ধু “আমি তোরে ল’ব সাথে করি’ !”
 তট কহে নতমুখে ব্যথিত-অন্তরে
 “ওগো আমি বন্ধমূল দিবস-শর্ব্বরী !”
 বৃথা সে বেফঁন ঘন, অনন্ত চুম্বন,—
 ভেঙে চূরে কবে বুক হ’বে এ মিলন !

একআঁকু ভালবাসি, তাই অধিকার
 তোমা 'পয়ে আছে রুলি' গর্ব করি ছলে ;
 জীবন-উন্মির শ্রোতে নিকটে তোমার .
 এসেছি,—কে আমি? বাঁধি কোন্ মায়াবলে ?
 ওগো তবে দাও আজ বজ্রের অনলে
 পোড়ায়ৈ সকল প্রাণ ; কেন বার-বার
 বিদ্বাৎ চমকি' সরে ক্ষণ-কুতূহলে—
 মেঘ কেঁদে' কেঁদে' ঝরে পিছনে তাহার
 সব স্মৃতি চূর্ণ কর ! হৃদয়-আঁকাশ
 ঘনাইয়া থাক্ দুঃখ নিবিড় করণ !
 নাহি র'বে প্রতারণা, আশার বিলাস,
 অশ্রুজলে নিভে যা'বে সকল আশুণ—
 এ স্নেহ উৎসাহ-হীন, ক্ষীণ বাহুপাশ,
 বজ্রের দহন সে যে ভাল শতগুণ !



ওগো দৈরি, 'একদিন' দেখা দিতে হবে
 একেলা নিঃসঙ্গ মোগো ! দূরে দূরে থাকি'
 সকলের অর্ঘ্যমাঝে মোর অর্ঘ্য রাখি',
 সকলের সাথে নিত্য দাঁড়ায়ে নীরবে
 তোমারে পূজিব আমি ; তারপর যবে
 তোমার আরতি-শেষে, দুয়ারে একাকী
 যাইবে ফেলিয়া শুধু মোরে, অশ্রু-আঁখি,
 তীর্থদর্শনের যাত্রী একে একে সবে,—
 তখন বন্ধনহীন নিঃসঙ্গ আমারে
 জগতের সব সুখ সব দুঃখ হ'তে
 ডেকে ল'য়ে প্রিয় বলি' তোমার জগতে,
 অন্তরের অন্তরালে আত্মার আঁধারে !
 এ জীবন তুলে' ধরি' প্রদীপের মত
 তোমার মঙ্গলমুখ হেরিব নিয়ত !

“আসি তবে!” কহিলামি এই কথা ছুটি
 বিদায়ের কালে তা’রে; বাহিরে প্রকাশি
 একটুকু অর্থহীন অশ্রুহীন হাসি
 অসীম ঔদাস্য আর অলস ক্রকুটি !
 ভিতরে কি হাহাকার সারা মর্ম টুটি
 তখন উচ্ছ্বসি ওঠে; সব বাধা নাশি
 মনে হ’ল ঝলি তা’রে—“তবু ভালবাসি”
 চোখ ফেটে জল আসে, সে চরণে লুটি
 সব গর্ব ভেঙে যায়; মনে হ’ল তা’রে
 টেনে লই একবার বুকধ ভিতর !
 তবুও বিদ্রোহী প্রেম ভাঙে না গুঁমর,
 মানো নাক পরাভব; গাঢ় অশ্রুভারে
 রুদ্ধকণ্ঠ, প্রাণপণ হাসিয়া গরবে
 বলিষু অক্ষুণ্ণস্বরে শুধু—“আসি তবে” !

ভেবেছিলু তবু ক্ষুদ্র মুহুর্তের ভয়ে
 ধুর স্তম্ভর হ'লে বিদায়ের সঙ্গ,
 সাক্য হ'য়ে যাবে শুধু নীরব বেদন,
 বেদনা মিলায়ে যাবে আঁখির নিব্বরে !
 গর্বহত প্রেম তবু স্নানকড়িয়া ধরে
 চিরস্তন-দস্তটুকু অতি প্রাণপণ,—
 মরম মমতাহীন, নিরশ্রা নয়ন,
 আয়ুকীগ-শিখা যেন হাসিটি অধরে !
 নীরবে সে চলে গেল।—তখন নয়নে
 দৃষ্টি মোর সৃষ্টিহার্য মিনতি-কাতর !
 দু'খানি, স্বেবোধ বাহু বিফল বন্ধনে
 কা'রে জড়াইতে চায় বুকের ভিতর ;
 চিরস্তন-তৃষাতুর লোলুপ অধর
 স্পন্দিয়া মূরছি' পড়ে অসতা-চুম্বনে !

9

স'রে কাণ্ড,—এ যে মোক্ষ ধূলার অঞ্জাল;
 ভরিবে কি দেবতার পূত অর্ঘ্যখাল ?
 কতদিন ব'সে আর রহিবে আগলি'
 'ভগ্নপ্রাণ প্রণয়ের মুমূষু' কঙ্কাল ?
 তুমি স্বর্গ, মন্ত্য আমি ; মাঝে চিরকাল
 তড়িৎ-আঘাতে আসে আশার বিজলী !
 দাঁড়াবার সমভূমি কোথা ?—স্বপ্নজাল
 বৃথা রচি' চিরদিন প্রাণমন ছাল ।
 এ কি তবে জীবনের দীর্ঘরাত্রি ধরি'
 চক্রবাক-মিথুনের বিরহ-ক্রন্দন ?
 কাটিবে কি অনশনে সারা বিভাবরী,
 কেহনাকি পরদিনে कराবে পারণ ?
 মৃঠায় মলিন আজ বাসনার ফুল—
 ময়দুগর মাঝে সে কি ফুটিবে অতুল ?

স্বর্ণিতা'র ভাল, তবু অমুকম্পা ক্রুর
 শেলসম মর্শ্ম-মর্শ্মে বিঁধে নিশিদিন
 তা'র সেই হাসিখানি মমতা-নিষ্ঠুর
 স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, বজ্র-সুকঠিন ।
 নিষ্করণ সে চুম্বন করুণা-বিলীন—
 ফুলের আসবে যেন গরল নিগূঢ় ;
 দয়ার সোহাগ তা'র সব দয়াহীন
 পাকে পাকে ভেঙে বুক করে শতচূর ।—
 তবু সে হাসির লাগি' উৎসুক নয়ন,
 ওষ্ঠ চিরতৃষাতুর চুম্বনের তরে,
 বাহু চায় আজীবন বাহুর বন্ধন,
 একটু মমতা মাগি' প্রাণ কেঁদে করে
 চাহি না তাহারে, তবু এ মোর অস্তির
 তা'রি লাগি' নিশিদিন প্রতীক্ষা-কাতর ।

শুনেছি মানুষ ছিল পশু একদিন,
 তাই আজ পশু বুঝি হ'তেছে আবার ?
 আজো সে নখর-দস্ত, তাড়না ক্ষুধার,
 আজো চক্ষু জলে, মন-নৃশংস-কঠিন ।
 স্বণায় জনম লভে এ প্রেম প্রবীণ,—
 তাই আজ ধরে প্রেম রূপ, সে স্বণার ?
 নয়নে রয়েছে আজো ক্রকুটি তাহার,
 অধরে নিশ্চয় হাসি, বাক্য উদাসীন ।
 তবু যবে আসে নারী দেবী-মূর্ত্তি ধরি'
 হিংস্র পশু শাস্ত হ'য়ে লুটায় চরণে ;
 কখন মর্মভাটুকু আসে ক্ষুর মনে—
 ব্যর্থ হ'য়ে স্বণাপাত্র হাতে রয় পড়ি' ।
 মানুষ না হোক, তবু পশু আজো নহে ;
 ভালবাসা নাই, তবু স্বণা নাহি রহে ।

ভালখাসি, তবু কেন এত হাহাকার ; —
 কণ্ঠে বিষ, বুকৈ জ্বালা, নয়নে অনল,
 প্রিয়াহীন প্রেম আজ প্রলয়-পাগল,
 মৃত্যুজয়ী ধরে স্বপ্নে স্মৃতি-স্মৃতিভার ।
 নাহি কোন ভেদাভেদ, অমৃত গরল
 শ্মশান নন্দনভূমি সমান তাহার —
 সংহারের মূর্তি এ কি মূর্ত্ত বেদনার,
 সৃষ্টি বুঝি ভেঙে চূরে যায় রসাতল ।
 স্বর্গ হতে, অয়ি শিব, এস এ নরকে,
 প্রেতভূমি মাঝে রচ কৈলাস-ভবন ;
 হে কল্যাণি জগদ্ধাত্রি, পরশ-কুহুকে
 অশিব হউক শিব, কুৎসিত মোহন !
 খুলে গৃহ-মন্দিরের কনক-অর্গল
 এস প্রেম যুগ্ম-দেহ, কঠোরে কোমল !

ওগো প্রেম, প্রাণ মোর বেহুঁরা বাঁশরী ;
 একদিন তুমি তা'রে তাড়াতাড়ি তুলি'
 লয়েছিলে অবিতর্ক প্রমাদে পাশরি'—
 ভাব' নাই কোনো দিন দিবে সে আকুলি'
 পূর্ণতান গীত তব ! পরশেতে ভুলি'
 প্রথম বিশ্বর যবে বাজিল শিহরি'
 তুমি ফেলে দিলে তা'রে ; কোমল অঙ্গুলি'
 দিল না পরশ আর, গেল সে বিশ্বরি'
 অন্তরে যেটুকু দিলে সুরভি নিঃশ্বাস !
 ধিক্কার আসিয়া পরে তুলে নিল তা'রে
 (মূর্থ বিদূষক !), শুধু স্থূল অট্টহাস
 বিদারি' ঘোষিল কত অশুচি ফুৎকারে !
 আমারি সে দোষ !—তবু সুরের আভাস
 ধ্বনিতে বিকল যন্ত্রে গুণী সে তো পারে ?

হৃদয়ের রঙ্গমঞ্চে বাঁধিয়া আসর
 কিং ছুরাশা-পিশাচের নিত্য অভিনয়,—
 বিচিত্র সে আনাগোনা বুকের ভিতর
 বাজে পদাঘাত যেন কঠিন নির্দয় !
 পেষণে পেষণে আজ ওঠে নিরন্তর
 আসক্তি-স্ব্ণার বিষ ছাপিয়া হৃদয়,—
 দেব-দানবের ক্রুর-মস্থন-কাতর
 বাসুকী-উদ্‌গার বুঝি এত তীর নয় !
 কোথা অমৃতের ধারা চির-সুশীতল,
 কোথা সে প্রেমের মন্ত্র, অয়ি যাদুকরি,
 গরলের জ্বালা আজ হউক নিষ্ফল,
 পিশাচের নৃত্য আজ দাও দূর করি' !
 বিষের বিসর্পে প্রাণ জর্জরিয়া র'বে ?
 ভাঙিবে বুকের অস্থি দৈত্যের তাণ্ডবে ?

কোথা উজ্জয়িনী-রামা বিলোল-নয়ন.
 সূচিভেদ্য অঙ্ককারে ভয়াকুল-চিত,—
 বরষার ঘনধারা, গুরু গরজন,
 মেঘের বিপুল ছায়া, জগৎ স্তিমিত !
 অবিশ্রান্ত বরষণে রুদ্ধ বাতায়ন
 কেশ-সংস্কারের ধূপে নহে সুরভিত ;
 কোথা ক্রীড়ারত-করী জলদ শোভন,
 মুগ্ধ সিদ্ধাসনা কোথা বিস্ময়-চকিত !
 নিঃশ্বাসে গগন ছায় কোটি বিরহীর,
 কোটি অশ্রুসিক্ত ঝাঁখি ঝরে নিরন্তর,
 শোকাকুল মুখচ্ছবি সারা ধরণীর,
 স্মিরিতি-মথিত কোটি বিরহী-অন্তর !
 নীরব নিরাশা-ঘন বিষাদের ছায়া,—
 কোথা আজ প্রেমিকের প্রলাপের মায়া !

এ নহে গো আষাঢ়ের প্রথম দিবস
 সিপ্রাতীরে. যুথীবনে কুসুম-চয়ন,
 স্নগ্ধ-জনপদবধু-স্নিগ্ধ-বিলোকন,
 বিদুৎস্কুরণ-কাস্তি কুলক-নিকষ !
 এ ভরা ভাদর-দিন বাদরে অবশ্য,
 বিরাট দুঃখের ছায়া মেঘের মতন,
 বাষ্পাকুল সারা হিয়া, প্রান্তুর, কানন,
 নিঃশ্বাসে ভাসিছে আর্দ্র শীতল পরশ !
 ঢাকে হৃদয়ের সীমা নয়নের নীরে
 স্মিরিতি-জড়িত দূর দিগন্তের রেখা ;
 প্রেমের স্তব্ধকাস্তি নিভে ঘুরে' ফিরে,—
 মুছে আসে কল্পনার নিরালোক-লেখা !
 কালিমার ছায়া ভাসে জীবনের তীরে,—
 আমি শুধু একা আত্ম আমি শুধু একা !

প্রাণপূর্ণ প্রেমটুকু লুণ্ঠনের তরে
 আমরা করেছি যেন প্রাণহীন'পণ,—
 হাসি পায়, দুঃখ আসে ! জাগে সঙ্গোপম
 ক্রমমুখ, সুখ তবু ম'রেও না মরে !
 আরো শাস্তি আনে তার নির্বাক বেদন ;
 মুগ্ধমুগ্ধ মুখখানি কত ছল করে
 প্রতিদিবসের কাজে ; নীরবে গুমে
 প্রতি দৃষ্টি, প্রতি কথা ; নিঃশব্দ চরণ,
 অচির, সংহত, যুগু, তবু আসি' কহে
 কানে কানে যেন তাঁ'র হৃদয়-অতলে
 কুণ্ঠিত বাথার যত সঙ্গীত উথলে ।
 দোষী নহে, তবুও সে কত আজ সহ
 শুধু প্রেমে দোষী হ'য়ে, নিষ্ঠুর অনলে
 অনর্ঘ্য সমিধ্ যেন !—আরো প্রাণ দহে !

সবে এসে দেখে যায় বাহিরের হাসি,
 শরতের লঘুমেঘ ভাসে লক্ষ্যহারা,
 বুকের ভিতরে রয় কি উত্তাপরাশি
 চিরস্নিগ্ধ-ধারাহীন বোঝে না তো তা'রা ।
 হরষের ভাগ শুধু বাহিরে প্রকাশি'
 নিঃসঙ্গ হৃদয় আর দেয় না তো সাড়া ;
 হাসির আশ্রয় জ্বালি' দীপ্ত অবিনাশী
 রহে না জীবনে আর কিছু ভস্ম ছাড়া !
 কে চাহে এ নিরন্তর নয়ন নিৰ্জ্জল,
 কে চাহে এ নিরানন্দ আনন্দের-ছল ?
 দুঃখের দহন-সাথে এস অশ্রুধার,
 বেদনার সাথে সাথে স্নেহের সঞ্চার !
 ক্লম্ব শুকায়ে গিয়ে যাক ঝ'রে ঝ'রে—
 গাপন শিশিরটুকু থাক্ বুক ভ'রে ।

মৃঠা ক'রে তুলি স্বর্ণ ফুলা হ'য়ে যায়,
 প্রেমের অমৃত হয় গরল ঘৃণার ;—
 তাই মোর গান ব্যর্থ বিলাপে ফুরায়,
 তাই এ কবিতা মোর কেবলি ধিক্কার !
 আঘাতে আঘাতে তাই প্রাণের লোহায়
 অভিশাপ-অগ্নিকণা ছোটো চারিধার ;
 গিরিবুকে জ্বলে জ্বালা, শুধু বাহিরায়
 উত্তপ্ত উৎক্ষিপ্ত তা'র ভস্মের সম্ভার !
 এ কবিতা নহে নিন্দা, নহে শুধু গালি,—
 আছে প্রেম; নাই তা'র নিক্ক আবরণ !
 মর্মে বিধে বেদনার অসি অনুক্ষণ
 বাহিরেতে দেখা যায় রক্তশ্রোত খালি !
 জীবনের যজ্ঞে যত প্রাণ মন ঢালি
 তত দীপ্ত শিখা আর অঙ্গার-দহন ।

মাটিতে কি দেহ গড়া! মোরা কি প্রথম
 ছিন্থু মাটি, আরপর বুদ্ধি অহঙ্কার
 ল'য়ে আসে মন, মন আনে সাথে তা'র
 আত্মা, আত্মামাবে প্রেম উদিল চরম ?
 যখন নবীন প্রেম লভিল জনম
 তখন মাটির টান্ অসতা অসার,—
 চেতন আমরা, তুচ্ছ জড় নহি আর,
 আমরা তো শাসি এই স্থাবর জঙ্গম !
 প্রকৃতি হাসিয়া কহে—“মোরে খর্ব করি'
 বাড়িবি কি গর্বে আঁজ ?”—ইরিল তরুণ
 প্রেমের সে দেহখানি,—তখন আঁকড়ি'
 শ্মশানের মাটি কত ক্রন্দন করুণ !
 জনম-মরণ-গত মাটির এ স্নেহ,—
 দেহ ছাড়ি' নহে আত্মা, আত্মা ছাড়ি' দেহ !

খুঁজ করি, তবু আমি/ শাস্তি-অভিলাষী
 শাস্তি আসে, তবু ধাই যুক্তি-র তরে ;
 মূঠায় নাগিক জ্বলে, তবু আঁধি করে ;
 বেদনায় ভাঙে বুক, তবু কত হাসি ।
 ধরণী বিশ্বাদ, তাই স্বরগ-প্রয়াসী ;
 স্বর্গ এলে, প্রাণ তবু ধরণীয়ে ধরে ;
 ভালবাসা ঠেলে' ফেলি কত স্বগাভরে ;
 স্বগায় ভরিলে বুক, তবু ভালবাসি ।
 স্মৃতি তা'র চিরদিন 'দেব-আশীর্ব্বাদ
 দিয়ে যার প্রাণে-প্রাণে নূতন জীবন ;
 স্মৃতি তা'র চিরদিন মহা-অপ্রসাদ
 ব'লে যায় কানে কানে—বাঞ্ছিত মরণ !
 সুখ আজ দুঃখ আনে, দুঃখ আনে সুখ ;
 মৃত্যু চায় জন্ম, জন্ম মরণ-ইংসুক ।

"হবে সনেট লিখে ?" কহে বন্ধু হাসি
 "কল্পনারে খবর করে ক্ষুদ্র আয়তন !
 প্রাণ মন ঢেলে দাও, উঠুক উদ্ভাসি
 গীতি-কবিতার ধারা, অবাধ-চরণ
 কাব্যের বিপুল হর্ষ ! এ শুধু নিঃস্বাস
 সঙ্গীর্ণ শ্মশানতলে নিরুদ্ধ রোদন !"
 সঞ্চয়ের দীপ্তিটুকু, এ যে গো উদ্ভাসি
 ঐকটি মুহূর্ত (যত, তবু অমরণ !)
 অনিত্যের স্মৃতি-চিহ্ন—হোক এতটুকু—
 নিত্যের গবাক্ষে জ্বলে ; অতি ক্ষুদ্র দান
 ক্ষুদ্র দীপ, অঁধারের তবু অভিজ্ঞান,—
 মুখে তা'র রক্তরাগ, স্নেহে সিক্ত বুক,
 বাসরে, মন্দিরে, গৃহে, শ্মশানে অগ্নান,—
 প্রলয়-ইজিত, হোক হাওয়ার কৌতুক !

লিয়া গিয়াছে ?—যাক ! লয়ে যাক খাট
 যা'—কিছু সে এনেছিল সাথে সাথে তাঁর ;
 উৎসব হয়েছে শেষ, কেন রাখে জালি'
 শ্মশানের মাঝে ক্ষুদ্র দীপটুকু আর ?
 হেথা চরণের দাগ, সেথা শুক ডালি,
 হেথা দৃষ্টি, সেথা তাঁর হাসি সুকুমার ;
 যা' কিছু তা' চ'লে যাক !—অশ্রুজল ঢালি'
 নিভুক বেদনা আজ, আনুক আঁধার ।
 প্রেম গেছে, মৃতি ল'য়ে ব্যর্থার নিলয়ে
 কে বাঁচিবে যুগ যুগ জনম জনম ?
 নিদাঘের তৃষা-ক্রেমে বসন্ত-বিলয়ে
 এস দুঃখ, কোথা তুমি চির-মনোরম—
 সুনিবিড় অশ্রুজলে এস এ হৃদয়ে
 ওগো চিরস্নিগ্ধচ্ছায়া, ওগো প্রিয়তম !

১৩ দিন, এত রাত্রি, জাহান্নাম প্রহরে
 উৎকণ্ঠা-বাকুল-চিহ্ন, বিনীত-নয়ন,
 মুমূর্ষুর শয্যাপাশে 'বসি' অকাতরে
 যুঝেছি স্বত্বের সাথে অতি প্রাণপণ ;
 কত ভয় বৃকে, মুখে কথা নাহি সরে
 চুপে চুপে ফেলি পদ অতি সন্তর্পণ,—
 প্রেম তবু গেল ম'রে চিরদিনতরে !
 তাই হোক !—বাঁচা গেল—আসুক মরণ,
 আসুক স্বত্বের সাথে মরণ-দোসর
 বিস্মৃতি সে, চিরন্তন-তন্দ্রায় বিলীন !
 থেমে গেছে ধুক-ধুক বুঝি চিরদিন,
 ঢুলে' পড়ে ঘুম-ঘোরে নিষ্পন্দ অন্তর !
 তবুও দুঃস্বপ্ন এ কি !—হৃদয়-শাশানে
 প্রেমের ও প্রেতমূর্ত্তি কি অশান্তি আনে !

চিরমৌন প'ড়ে থাকে তা'র চিঠিগুলি
 প্রাণহীন ; তবু আজ উজ্জীব চঞ্চল
 কেঁপে খ'সে পড়ে তা'রা, সকম্প অঙ্গুলি
 ধীরে ধীরে, সন্তর্পণ অতি-কুতূহল,
 রক্তরাঙা ফিতাটির গ্রন্থি দেয় খুলি' !
 এটি কহে—“একবার দেখিতে কেবল
 চাহি, বন্ধু !” (কেঁপেছিঁনু আশায় আকুলি' !)
 ওটি কহে (দু'টি কথা, তবু অবিরল
 কত কাঁদায়েছে !)—“প্রিয়, বড় ভালবাসি !”
 আর একটি কহে—“ওগো আমি যে তোমার !”
 (মুহূমান দেহ মন, অতীতের 'পরে -
 হানিল অশনি বুঝি ভবিষ্যৎ আসি' !)
 আর একখানি...হায়, মসীলেখা তা'র
 বুকে ধ'রে ধ'রে গেছে মুছে' চিরতরে !

সে আজ অনেক দিন, তখনো অন্ধরে
 নিভনি সোনার সন্ধ্যা, সিঁধুতীরপথে
 ফিরি মোরা গৃহপানে গ্রামান্তর হ'তে
 নীরবে ছ'জনে। কহিল সে মৃদুস্বরে
 সহসা নিকটে আসি একান্ত নির্ভরে—
 “আমাদের চেয়ে সুখী কে আর জগতে ?”
 চাহিনু নয়ন তুলি, পরতে পরতে
 সায়াহ্নের শেব-রেখা হেরিনু সাগরে
 মুছে আসে ধীরে ধীরে। কহিনু তখন—
 “প্রেম, তা'রো পলে পলে রয়েছে মরণ।”
 অন্ধকার ঘিরে' এল সাগর গগন !
 করিল মিনতি ছ'টি ব্যথিত নয়ন
 কথাগুলি ফিরে নিতে কত বার-বার।
 সেই আঁখি, সে মিনতি,—আজো স্মৃতি তা'র।

তাই হোক !—যুচে যাক বাদ-বিসম্বাদ !
 নিত্য যদি জেগে রয়—ম'রেও মরে না—
 আঁকাঙ্ক্ষার ছায়া, যেন স'রেও সরে না
 প্রেঁতমূর্ত্তি, থাক !—তবু বিশ্বৃতির স্বাদ
 ল'ব আমি ! মিছে অশ্রু, হীন অপ্রসাদ
 হাসিতে উড়ায়ে দিব ; এ মর্ত্ত্যের দেনা
 দিব সব চুকাইয়া, যত বেচা-কেনা
 প্রতিদিন বুঝে ল'ব, হ'বে না প্রমাদ !
 ক্ষিপ্তপ্রায় ধূমকেতু ভ্রমে লক্ষ্যহারা
 অনন্ত আঁধার-পথে অশ্রান্ত ভ্রমণে,—
 স্থির জ্যোতিটুকু ল'য়ে ক্ষুদ্র ধ্রুবতারা
 চরিতার্থ চিরদিন আপন গগনে !
 তটিনী পাগল হ'য়ে ছোটে দেশে দেশে—
 নিৰ্ঝ'র বসিয়া রয় শিয়রেতে হেসে' !

শুনেছি করুণা নাকি প্রেমের দুয়ারে
 বসে থাকে দৌবারিক সজাগ নিয়ত ;
 আমি যবে এসেছি নু দেখি নাই তা'রে,
 যা'বার সময়ে হেরি মুখ তা'র নত,
 অশ্রু-আঁখি বসে আছে শুধু একধারে !
 খমকি' দাড়া নু,—যেন করিল আহত
 অমুনয়-দৃষ্টি তা'র ; হাসির বিথারে
 নীরব-মিনতিভরা স্নান ভাষা কত !
 তারপর গেমু-চ'লে । —তবু মূর্তি তা'র
 ভেসে আসে প্রাণে রুত বাথারে কৌতুকে,—
 কেন গো নিফল এই স্নেহের সঞ্চার
 নির্বাপিত প্রদীপের জ্বালাহীন বুকে ?
 ছিন্ন মালাটির ফুল কি হ'বে কুড়ায়ে ?
 করুণা প্রেমের বাথা দিবে কি জুড়ায়ে ?

আলোক সে কত ক্ষুদ্র, পায়ে পায়ে তাঁর
 আসে ঘন অন্ধকার বুড়ুকুর মত ;
 ভুবন ভরিয়া জ্বলে জ্যোতির্মাল্য শীত,
 তবু রহে অন্তহীন অনাদি আঁধার ।
 এ জীবনে জ্বলে আর নিভে শতবার
 মুমূর্ষু শিখাটি ল'য়ে ক্ষুদ্র স্মৃতি কত,—
 দুঃখের আঁধার তবু চির-অনাহত
 কৃষ্ণ-যবনিকাসম ঘিরে চারিধার ।
 জীবন মিশিয়া গেছে নয়নের জলে,
 একটানা খরশ্রোতে বহে নিশিদিন,—
 জন্মে আছে তাঁরি নীচে হৃদয়ের তলে
 দুঃখরাশি পাথরের মতন কঠিন,
 উপরেতে অশ্রুবন্ধ্যা বরে ছল্ ছল্—
 বাহিরেতে শুনি তাই হাসি খল্ খল্ ।

উর্ধ্বাণ্ড আকাশপানে যত ঝড় উঠে
 তত মোর প্রাণ-পাখী সে ঝড়ের মুখে
 দুঃ দয় পাখা তা'র ; রয়েছে সম্মুখে
 নিশ্চিত মরণ, তবু ক্ষুদ্র পক্ষপুটে
 'তুচ্ছ করি' ধরাতল কোন্ স্বর্গে ছুটে ।
 কহিনু সভয়ে তা'রে—“ওরে কোন্ স্থখে
 এত দুঃসাহস তোর, এ নির্ভর বৃকে ?
 এখনি স্বত্বার মাঝে দস্ত যাবে টুটে ।”
 “তা' হ'লে স্বত্বারে আর কর কেন ভয় ?”
 কহিল সে মোরে হাসি, “অসীম নির্ভরে
 ভেদি' মেঘ ওঠ উর্দ্ধে ; মরণ নিশ্চয়,
 তবু প্রয়াসের তৃপ্তি র'বে চিরতরে,—
 জীবনের লাগি' হোক সার্থক মরণ ।—
 এ মরণ-তুলা আর আছে কি জীবন ?”

'সব্বদে দিনেছ সুখ, চিরদিন তরে
 দিয়েছ এ দুঃখ মোরে,—চাহি না অধিক !
 কল্পক দহন, তধু আঁধার-অস্তরে
 এ আমার চিরদিন ভাস্বর মাগিক ।
 যুঝেছিষু একদিন নিরাশা-নির্ভীক
 টলি নাই অবিরাম বেদনার শরে,—
 ছল ক'রে এসে, ওগো দেবতা দাস্তিক,
 এ কি বর দিয়ে গেলে, বুকের পঞ্জরে
 রেখে গোল বেদনার দীপ্ত স্পর্শমণি ।—
 এরি লাগি' এত যুদ্ধ দিবস-রজনী ?
 অক্ষম অধম আমি, তবু অপমান
 করি নাই, বুক পাতি' লয়েছি সে দান,—
 চিরদিন জ্ব'লে পুড়ে' হ'য়ে গিয়ে ছাই
 আজো সে অনল বুকে যতনে লুকাই !

'যে জন পাপের নামে নয়ন কিঁচুর
 (আপনা' বিলা'তে ভীৰু, নহে বদ্যায়নি,
 স্বৰ্গ লাগি' মর্ত্য ত্যজে,—নহি হীনপ্রাণ
 আমি তা'র মত কভু ! মরণের ছায়
 ফোটে জীবনের ফুল, বেদনার দান
 আনে কামনার মগি,—তবে কেন, হায়,
 ভুল ক'রে ভালবেসে' দিয়ে আপনায়
 ধরণীর রূপে রসে ভরিব না প্রাণ ?
 কাপুরুষ পারে নিতে, পারে না তো দিতে—
 শক্তিমান্ দেয় আয় লয় সে নিঃশেষে !
 নাহি বল, ভোগ তাই পারে না ভুঞ্জিতে,—
 নাহি প্রাণ, সাহসেরে পাপ বলে হেসে' !
 ক্ষুদ্র দেবতারা ভীত যে-মৃত্যু মরিতে
 মৃত্যুজিৎ কঠে তা'রে লয় মন্বশেষে !

মাও সস্তাষি' কহি কোতুকের ভরে—
 "কেন, মন, কেন তা'রে এত ভালবাসি ?"
 "কেন এত ভালবাসি ? কাঁদিবার তরে
 ভালবাস শুধু," কহে মন অল্লাভাষী ।
 স্বপ্নয়ে আবার আমি মনেরে জিজ্ঞাসি—
 "কেন তবে খুঁজি সুখ নিয়ত অন্তরে ?"
 "দুঃখ লাগি' খুঁজি সুখ," কহে মন হাসি'
 "সেথা সুখ, নিশিদিন যেথা আঁখি ঝরে ।"
 বুঝেছি মনের কথা,—আজ কাঁদি যত
 তত যে তোমার প্রেম ভরে মোর বুক ;
 সুখসাথে দুঃখ আসে হৃদয়ে নিয়ত—,
 যেথা দুঃখ, সেথা তুমি, সেথা মোর সুখ ।
 চিরস্তন-বেদনারি নিবিড় বন্ধনে
 এ প্রীতির পার্শ্বপূর্ণ সুখ জাগে মনে ।

ভাষাস, এইটুকু শুধু আমি জানি,
 জানিতে চাহি না কিছু এ জীবনে আর,
 দিয়েছি এ প্রেম তব পদতলে আমি
 জানি শুধু এইটুকু সৌভাগ্য আমার !
 তবু মুহূর্তের তরে, তবু একবার
 তোমারে বেসেছি ভাল, হৃদয়ের রাগি,—
 এ মুহূর্ত জীবনে কি আসে বার-বার ?
 আপনারে আমি তাই ধন্য ব'লে মানি !
 দীন আমি, হীন আমি, নিতান্ত অসার
 -প'ড়ে আছি তুচ্ছ পঙ্ক আঁধারে অঁতল-
 তবু মূলটুকু রাখি' হৃদয়ে আমার
 আলোকের দেশে ফোটে প্রেম-শতদল
 শিকড় ঝাঁকড়ি' বৃকে ধন্য আমি তবু—
 এ জীবনে আর কিছু চাহি নাই কতু .

হে অশ্রু-বৈশ্বানর, মর্ত্যের নরনে
 অশ্রু-গলে, তব লেলিহান-লিখা
 চাখে ত্য'র এঁকে দিল রূপ-বিভীষিকা,—
 অশ্রু-দেব বলি' নর নমিল চরণে !
 অশ্রু-ইন্ডিতে বিদ্যুৎ-দীপিকা,
 তোমার তপন-কাস্তি গগনে-গগনে,
 দাবানল-ক্ষুধা তব জ্বলে বনে-বনে,
 সিন্ধুবুকে নিশিদিন কৌতুকের শিখা ।
 ত্য'র হে পাবক, হে বিশ্ব-অধিপ,
 যজ্ঞের পুরোধা তুমি, তুমি গৃহ-রবি,
 তোমাতে কৃতার্থ হ'লো জীবনের হবি,—
 মধুজিহ্ব, সোমগোপা, নিশার প্রদীপ !
 ত্য'রি কণা আজো মোর দারু-দেহে জ্বলে,—
 অশ্রু-লিখা অনির্ব্বাণ হৃদয়ের ভলে ।

অবসর-দিবাতোকে, — পূর্ণ গগন
 প্রসাদ-আলোকে যেন ধরে ধরনীয়ে ;
 দিনের আশিস-স্মৃতি অস্ত্রালোক-তীরে
 ল'য়ে স্নিগ্ধ সন্ধ্যা আসে ছায়া-নিমগন
 এগো আজ এস এই সন্ধার মতন .
 হৃদয় বাহিয়া স্নিগ্ধ আলোকে-তিমিরে,
 ঘনাইয়া পুষ্পগন্ধ অলস সমীরে ।
 আমি আজ তোমা' তরে করেছি রচন
 ল'য়ে মোর বুকভরা সব ভালবাসা,
 শ্রীতির কুসুমকুঞ্জ, স্মৃতির-বাসর
 কল্পনার মোহমস্তে ; সব ক্ষুদ্র আশা
 বিরহের তীরে আজ, আকৃতি-কাতর,
 বাসনা-বাঁশরী-সুরে গুঞ্জরিয়া তান
 তোমাতে করিছে যেন আকুল আস্থান

দিনে দিনে সে স্মৃতি তবু আসে বার-বার !
 অক্ষয়-পরশ ঠোটে তা'র সে সোহাগ,
 প্রত চেষ্টিা করি' তবু ওঠে না'ক দাগ,—
 যুদ্ধ শেষ, ক্ষতচিহ্ন বুঝি অলঙ্কার !
 অশ্রু শুধু জল নহে, নহে মুছিবার ;
 জীবন-মস্থনে ওঠে গরলের ভাগ,—
 মরণে চরণে দলি' ধরে অনুরাগ
 স্মৃতিতে চিরস্থন-চিহ্নটুকু তা'র !
 জীবন-প্রথমে জ্বালা অনল-ঘূর্ণন,
 তাপ তা'র আজো বন্ধে ধরে এ ভুবন !
 কালশ্রোতে ভেসে যায় অনুভূতি সব,
 জেগে থাকে শুধু স্মৃতি—অস্তর-বিভব ;
 জীবনের মুগ্ধচক্রে কবোষ লোহিত
 নহে শুধু অতীতের হৃদয়-শোণিত !

বসন্ত চলিয়া গেল, বরষা কাঁদল,
 “ফুল গেল, পাখী গেল, সব চ’লে যায়
 প্রভাত চলিয়া গেল, সন্ধ্যা নিঃশব্দ,
 “দিন গেল, আলো গেল, সকলি ফুরায়।”
 ভালবাসা চ’লে গেল, প্রাণ গুমরিল,
 “সুখ গেল, আশা গেল, কি রহিল, হায় !”
 যাহা ছিল সব গেল, শুধু লিখে’ দিল
 ক্ষতির খরচ যত বিশ্বের খাতায় ?—
 ফুল গেছে, পাখী গেছে, তবু বর্ষা আনে
 কত ছায়া, কত মায়া, কত বারিধার ;
 দিন গেছে, আলো গেছে, সন্ধ্যার বিতানে
 কত স্মৃতি, কত শান্তি, কত অন্ধকার ;
 সুখ গেছে, আশা গেছে, তবু আজ প্রাণে
 কত স্বপ্ন, কত স্মৃতি, কত অশ্রুভাঙ্গ !...

'তাই হোক' ; জীবনের মূলে নিরন্তর
 এ দুঃখ জড়িয়ে থাক, নিশ্চল বিবশ
 করি' মোরে,—তাই হোক ! ধূলায় ধূসর
 দাঁড়িয়ে একাকী তবু বরষ বরষ
 ধরণীর বুকে আছে যত গুপ্ত রস
 শুবিয়া লইব সব পাঠায়ে শিকড়
 শিরায় শিরায় মোর ; সুবমা সরস
 কুসুমের মাখিয়া ল'য়ে অগ্নান সুন্দর
 ফুটিয়া রহিব চেয়ে ; শেষে একদিন
 মর্মে আসি' পরাক্রমের পরশ গোপন
 ফলেরে জনম দেবে ! পুলকে নবীন
 স্পন্দিয়া উঠিবে মোর সমগ্র জীবন
 —আজু.যাহা এত রিক্ত, এত দীন হীন—
 ধরা করি' চিরন্তন ধূলার বন্ধন !

তরে মন, শুধু এক ঝাংগান্ড-চুইনে •
 প্রাণের সমগ্র স্বাদ পেতে চাই ত'রে ?
 তৃপ্ত হ'য়ে শ্রান্ত হ'য়ে প্রেম যাবে ম'রে
 সুখ-খিন্ন সুকোমল অধর শয়নে !
 পড়া পুঁথি ফেলে দিবি শেষে অযতনে ?
 নিঃশেষ প্রাণের সুরা, পাত্র র'বে পড়ে ?
 একটি আত্মাণে তা'র সব গন্ধ হ'রে
 ফুলটিরে শেষে যা'বি দলিয়া চরণে ?
 পূর্ণতায় আসে শুধু চির-অবসাদ,
 অংশ লভে চিরদিন পূর্ণতার স্বাদ !
 যত আগুসরি তত বাড়ে চিরকাল
 এ মর্ত্য-আঁখির প্রাস্তে দিক্-চক্রবাল !
 দেবতার বরে এ যে দ্রৌপদীর শাড়ি,
 প্রেম তা'র কোথা-শেষ উঘারি' উঘারি' !

-পুতঙ্গের অগ্নিখেলা, ১) প্রাণাস্ত-তর্পণ
 অঙ্ক শ্রণয়ের এ কি স্মৃতির মন্দিরে,
 ক্ষুধিত চিতার প্রাস্ত বেড়ি' ঘুরে' ফিরে'
 এ কি নিত্য খেলা তোর, ওরে মুঞ্চমন !
 ধরায় বসন্ত জাগে, নিরাশার তীরে
 তুই চা'স্ লভিবারে তুষার-মরণ ?
 বাঁশরীর রন্ধে, রন্ধে, বুক চিরে' চিরে'
 শুধু আর্তনাদ-ধ্বনি, নিষ্ফল রোদন ?
 পাষণের পদে লুটি' শীর্ণ-পরিসর
 প্রেম-গঙ্গা গৌশ্বখীতে বন্ধ চিরতরে ?
 প্রাবিয়া ধরণী ঝরি' আলোক-নির্ঝরে
 হাসিয়া ভাসিয়া যাক,—সম্মুখে সাগর !
 গৃহকোণে ক্ষুদ্র শিখা নিভে নিশা-শেষে,
 পূর্ব্বাশার মেঘথরে রকি ওঠে হেসে' !



জানি আমি সব দাহ সব দীপ্তি-শেষে
 শুধু ভস্ম র'বে প'ড়ে । হে মোর দাহিকা,
 ওম্মো প্রেম, পরখিবে বিশুদ্ধি শ্যামিকা ?—
 নহে স্বর্ণ, শুষ্ক তৃণ দহুক নিঃশেষে ।
 সকল সঞ্চয় মোর তোমারি উদ্দেশে,
 জ্বলুক এ সারা দেহে তব জয়-লিখা !
 হোক সব ভস্ম, তবু দীপ্ত তব শিখা,—
 তব ত্রিপি লাগি' মোর জ্বালা ওঠে হেসে' ।—
 তারপর ভস্মশেষ শ্মশানে একাকী
 ভস্মদেহ মহাকাল বসিষ্মেন ধীরে,
 সংহরি' ললাটে তাঁ'র সংহারের আঁখি
 তুমি র'বে জাগি' জটা-জাহ্নবীর তীরে !
 পদতলে পূজা-পুষ্প উমা যা'রে রাখি',
 হাহাকার ল'য়ে বুকে রতি' যা'বে ফিরে !

হে কাঙ্গাল মন, শুধু ভিক্ষাপাত্র করে
 মরিবি ঘুরিয়া কত ?—ধরণী কৃপণ ?
 ছ'হাতে কুড়ায়ে এত কাঁদিয়া কাতরে
 তবুও মিলে না তোর বাঞ্ছিত রতন ?
 ধরণীর রূপে রসে ভরেছে জীবন,—
 তবু ক্ষুধা র'য়ে যায় অন্তরে অন্তরে ?
 ওরে তা'রি মাঝে আছে তৃপ্তি চিরন্তন,
 যে পায় সে কুড়াইয়া লয় চিরতরে !
 বঞ্চনাতে জ্বালা শুধু,—লাভে তৃপ্তি বৃষ্টি ?
 সুখের মাঝেতে নাই সুখের সন্ধান !
 সুখার সমুদ্রমাঝে মগ্ন হয়ে খুঁজি
 কঠিন বৃত্তিকা কোথা—খাসরুদ্ধ প্রাণ !
 কুবের-ভাণ্ডারে শুধু সঞ্চয়ের পুঁজি,
 কমলার পূর্ণ-কুস্ত বরষে কলাগ !

কবে ফুটিয়াছে ফুল; অঞ্জো সে সুবাস;
 বাঁশরী যোজেছে কবে, ভাসে তা'র সুর;
 কবে সে জ্বলেছে দীপ, এ হৃদয়-পুর
 ধরে আছে আজো তা'র উজ্জ্বল আভাস !
 পাইনি তো এত দিন সুরভি নিঃশ্বাস—
 কুসুমের পানে চেয়ে হৃদয় বিধুর;
 ছিল আলো, প্রাণ তবু দহন-আতুর;
 আর্তনাদে ডুবে ছিল সুরের উচ্ছ্বাস !
 ভোগের ভিখারী ছিনু, তাই আপনার
 বুঝি নাই এতদিন ঐশ্বর্য অপার;
 মিথ্যাগর্বে ব'সে ছিনু রাজবেশ পরি'—
 প্রেম দিল টীকা তা'র নিঃস্ব রিক্ত করি' !
 ফুলে ঝরে, বাঁশী থামে, দীপ নিভে' আবস,—
 গন্ধটুকু, সুরটুকু, আলোটুকু ভাসে !

হে স্বর্গায়ি দেব-আত্মা, ভুবন-ঈশ্বরী !
 হে প্রকৃতি, আপনার রূপের কিরণ
 ছড়িয়ে দিয়েছ ভরি' সাগর গগন,
 ওগো চিরদ্বিধাহীন, ওগো দিগম্বরী !
 চিরদিন আপনারে বিতরি' বিতরি'
 তবু আপনারে কত করেছ গোপন,—
 রাগে অনুরাগে কত মাতায়ে ভুবন,
 আপনার লীলামাঝে আপনা' আবারি' !
 এ ধরা ধরিতে চায়, অয়ি অকুণ্ঠিতা,
 চিত্রে কাব্যে গানে তব অন্তহীন হাসি,-
 রূপের গুণ্ঠনে, ওগো চিরাবগুণ্ঠিতা,
 শুধু তব অঙ্গবাস চক্ষে রহে ভাসি' !
 তনুর সীমায় তুমি অতনু অসীমা,
 সদ রূপমাঝে তব অরূপ মহিমা !

হে অকৃতি, তোরে বলে মিথ্যা সনাতনী,
 বৃহা-দূতী;—ধরণীর পাবাণ-পঞ্জরে
 জীবযজ্ঞ লীলা তোর, যূপবন্ধ নরে
 নিয়ত পরাস্ টীকা মরণ-রঞ্জনী ।
 আমি হেরি শুধু তোর অঙ্গের 'লাবণি,
 তোর পদ-কোকনদ পত্র-পুষ্প 'পরে,
 সঞ্চিত স্নেহের সুখা হৃদয়ে সঞ্চারে,—
 মাথায় আকাশ তোর, চরণে ধরণী !
 এ কি শুধু মোহ ? শুধু ওঠে হলাহল
 তোর মৃত্যুপাত্রে, নাহি জীবনের রস ?
 চারি দিকে নীলিমার প্রাচীর নিশ্চল,
 শুধু রূপে স্পর্শে গন্ধে হৃদয় বিবশ ?—
 সুখার আশ্বাদ তবু বিষের ধারায়,
 চির-বন্দী আমি তোর স্নেহের কারায় !

হে মাতৃকপিণী নদী, ভরেনি-অস্তর
 বছদিন ও নীলিমা হাসির মতন,
 ও প্রাচীন শৈলমালা, স্বচ্ছ নীলাশ্বর,
 তরল চঞ্চল তোর গীতি চিরন্তন।
 অয়ি জীবনের মূলে জননী-নির্ঝর,
 শৈশবের যৌবনের ক্রীড়া-নিকেতন,
 বছদিন শুনি নি তো তোর স্নেহ-স্বর,
 মুক্ত-ক্রোড়ে বছদিন করিনি যাপন।
 ভাবি বসে দিনশেষে প্রবাসে বিজ্ঞান
 স্নিগ্ধ অতীতের সেই প্রীতির কোতুক,—
 সে-দিনের স্নেহ বয়ে আসে প্রাণে মনে
 কত হাসি গল্প গান, কত ফুল মুখ!
 তোস সুল্লিলের মত কাঁপিয়া কাঁপিয়া
 বহে সব স্মৃতি আজো হৃদয় ব্যাপিয়া।

ওগো নদী, তোর সেই প্রচ্ছন্ন তিমির
 স্নেহের সোহাগে বুঝি ভ'রে দেয় প্রাণ ;
 বহুদিন পরে আজ সন্ধ্যার সমীর
 আনে তোর পরশের আশিস-কল্যাণী
 সকলি তো মনে আছে !—সে স্নেহ নিবিড়
 সেই হাসি নীল-স্নিগ্ধ, চির-কলতান,
 সেই সুধাসিক্ত শাস্তি, সে কাশ্টি রুচির,
 সে প্রভাত, সেই সন্ধ্যা, সেই দিনমান !
 এখনো তো আছে সেই চিরানন্দময়
 বিপুল জগৎ তোর, জীবন উদ্ভাসি' ;
 তেমনি ভাসিয়া আসে ভরিয়া হৃদয়
 নিঃশব্দে আবার সেই সৌরভের রাশি ;
 তোর সেই স্বরগের শিশির-সঞ্চয়
 ভিজায় কপোলতল আজো ভালবাসি'

কত দিন হেরিয়াঁছ মুগ্ধ নেত্র ভরি'
 হে চঞ্চলে, কত রূপ, কত রূপাস্তর ,
 কত সে কল্লোল-ক্রীড়া, অয়ি জলেধরি,
 কত উন্মাদনা-রঙ্গ, বিলাস মম্বর ।
 বরষায় আসে যবে স্নিগ্ধ ছায়া ধরি'
 গোবিন্দের বর্ণচোর নব জলধর,
 বুকে তোর আবেগের আবিল-লহরী
 পরিপূর্ণ যৌবনের উচ্ছ্বাস-কাতর !
 নিদাঘে বিশীর্ণ কায়া সিকতায় লীন,
 উপল-বিষম তটে ব্যথিত চরণ ;
 বসন্তে আবার আসে হাসি অশ্রুহীন
 অরুণের রাগে রাঙা প্রাণের স্পন্দন !
 অয়ি জলবেণীরমা, অয়ি লীলাময়ি,
 সব স্মৃতি আসে আজ এ হৃদয় বহি' ।

স্মৃতির নগ্ননে হেরি' আজ ~~দিন~~ হয়
 ওগো নদী, রূপ তব আরো বিমোহন ;
 তোমাতে আমাতে যেন নব পরিচয়,
 প্রাণে-প্রাণে যেন আজ নূতন বন্ধন !
 অলক্ষ্যে কখন আমি করেছি সঙ্কয়
 স্মৃতি তব, জীবনের পাথেয় মতন,—
 তাই তব প্রীতি আজো অমল অক্ষয়
 প্রাণের প্রবাহে মিশে সৌরভ যেমন ।
 ফোটে ফুল আজো তব হাসিখানি বহি'
 আজো সেই স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, প্রভাত অম্লান
 'তব আকাশের তৃপ্তি আঁনে রহি' রহি'—
 লুকানো-প্রাণের যেন অযাচিত স্বর্ণ ।
 ওগো আজ এত দূরে এত কাল পরে
 পেয়েছি সন্ধান তব প্রাণের ভিতরে ;

আকাশে দেবতা নাই, শুধু দূরে দূরে
 ভাসে প্রলয়ের মেঘ ; উড়ায় জঞ্জাল
 ল'য়ে আসে শত বজ্র ঝটিকা করাল,—
 ভাবি ভয়ে সৃষ্টি বুঝি যা'বে ভেঙে' চূরে' !
 থামে ঝড়, বেদনার ঘর্নীপাকে ঘুরে'
 ঝরে শুষ্ক ভ্রাস্তিভুল, স্বপনের জাল
 কাটে আঁধারের মত,—ওহে মহাকাল,
 এ কি তব দেবাসন পাত ধ্বংসপুরে !
 লুকায়ে র'ব না আর,—লও ভেঙে গ'ড়ে
 যাহা ভাঙিবার, যাহা তুচ্ছ অমঙ্গল !
 ভস্ম উড়ে গেছে যাক্, থাক্ বহি প'ড়ে ;
 হৃদিপঙ্ক সরে, ফোটে প্রেম-শতদল !
 বিছায়ে অজিনচর্ম্ম মর্শ্বের শ্মশানে
 এস শিব, তাণ্ডবের লীলা-অবসানে !

ভেবেছিল ফুরাবে না এ পথের ক্লেশ,—
 বহু দিন, বহু মাস, বহু বর্ষ পরে
 'অতিক্রমি' অবশেষে কামনার দেশ,
 সম্মুখে হেরিনু মোর মুহূর্তের তরে
 পরিপূর্ণ কৃতার্থতা, প্রতীক্ষার শেষ,
 আশার সে প্রান্তভূমি,—প্রশান্ত অধরে
 হাসির ক্ষুরণটুকু, স্নিগ্ধ প্রত্যাদেশ
 সে দৃষ্টির, সানুরাগ করুণার ভরে ।
 'সে কপোল, সে নয়ন, সে রক্ত অধর
 হেরিনু নিমেষ শুধু ; 'শিহরি' মরমে
 ঠেকানু অধরে ল'য়ে সে কোমল কর,
 আর্ত হৃদয়ের রক্ত আদরে সম্রমে ।
 সবেদন আবেদন নীরব তুষার,—
 এইটুকু জন্মার্জিত ক্ষুদ্র দানী তা'র !

অস্তরের স্বর্ণাসব-রসে বিকশিত
 'হাসিটুকু ফুটে' ওঠে ওই ওষ্ঠাধরে,—
 একটি চুম্বন শুধু ! মরমে গুমরে
 সব প্রেম, প্রাণ মোর রয়েছে তৃষিত ।
 কাণ্ডন-ফুলের গন্ধে চিস্ত উলসিত
 ভাবিলাম—'ষা'বে ঝ'রে শীতের শিহরে
 গন্ধটুকু, বরষের নিরুদ্ধ অস্তরে
 পুঞ্জিত বাথার মত ; আজি বিলসিত
 অস্তর-সঞ্চিত মধু, কাল কোথা র'বে ?'
 চাহিনু নয়ন তুলি',—শুধু হাতখানি
 অধরে ঠেকানু ল'য়ে সন্ত্রমে নীরবে ।
 এইটুকু নিমেষের তুচ্ছ নিবেদন
 আজন্মের পিপাসার,—তবু চিরস্তন
 পরশমণির স্পর্শ দিল প্রাণে আনন' ।

বৈকান্ঠী-আলোক-স্নিগ্ধ গগনের তীরে
 নীরবে মিলায়ে যায় রৌদ্র-রক্ত দিন,—
 যৌবনের তপ্ত মোহ যেন আজ ধীরে
 স্মৃতির সায়াহ্ন-তটে হ'তেছে বিলীন !
 গেছে দিবসের ভার, সঙ্ক্যার সমীরে
 আসে স্নুপ্তি, আসে শান্তি উদ্বেগবিহীন
 ডুবে অন্তহীন অন্ত-সৌন্দর্যের নীরে
 জীবনের সব ক্লোভ তৃপ্তি-পরিষ্কীর্ণ ।
 নাহি আর দীর্ঘশ্বাস, নাহি হাহাকার
 দেখ চেয়ে দেখ এই মুছিনু নয়ন ।
 আছে শুধু পুষ্পময়ী স্মৃতি স্কুমার,
 সারা জীবনের প্রীতি, সঙ্ক্যার স্বপন !
 যুচে সব তাপ দাহ, দরশ পরশ,
 মর্শ্ব ব্যাপি' ফোটে প্রেম সহাস সরস !

নিভে যায় ধীরে ধীরে গগনের বুকে
 সঙ্কার তরল কাস্তি সুবর্ণের শিখা ;
 কে যেন নীরবে আসি' ধরণীর মুখে
 টেনে দেয় সায়াহ্নের স্বপ্ন-ঘবনিকা ।
 গোধূলির ছায়াতলে জানি না কি সুখে
 চোখ ভ'রে আসে জলে ; স্বপন-মালিকা
 সায়াহ্নের প্রীতি রচে স্নেহের কৌতুকে
 ল'য়ে সে-দিনের সব স্মৃতি-কুহেলিকা ।
 এ স্নিগ্ধ সঙ্কার মত, অঁধারে নির্জ্জনে,
 নৃপূরবিহীন পদে, নিঃশব্দ অন্তরে,
 তুমি ভেসে' আস যেন চিরদিনতরে
 আমার প্রাণের মাঝে স্মৃতির নন্দনে,
 ওগো মোর প্রীতিময়ী অতীতের ছায়া,
 ওগো চির-বিরহের স্মৃতিময়ী মায়া !

আঁঠু-বধু আজ মোর করেছে ধারণ
 প্রেমের দুকূল রাগরক্ত বন্মল,
 যেন বিবাহের চেলী ! বৃষ্টি অস্ত্রাচল
 দিবসের স্মৃতিরাগে সী'দূর-বরণ
 হ'য়ে গেছে, ভুলি' সব উত্তাপ দহন !
 দু'ফৌটা শিশির-অশ্রু করেছে শীতল
 খর তপনের কর, তাই রক্ত-দল
 গোলাপের প্রাণে শুধু শান্তি সায়ন্তন !
 লুটায় চরণে তাই সব অন্ধকার
 আলোর সৌন্দর্য-রাগ ভেঁদে শুধু প্রাণ ;
 ধরে আকুলিয়া তাই মলয় আবার,
 চোখে শুধু ভাসে হাসি, কানে শুধু গান ।
 যখন নিভিল আলো, দিবা-অবসান,—
 প্রেম আসি' খুলে' ছিল মিলন-দুয়ার